Echoes of the Divine



99 NAMES OF ALLAH

Table *of* Contents

১ নিবেদন

- আসমাউল হুসনা কী এবং কেন পড়ব?
- আল্লাহর ৯৯টি নামের ফজিলত

২. পর্ব-১: সৃষ্টির আধার ও দয়ার সাগর

- আর-রাহমান থেকে আল-মুতাকাব্বির

৩. পর্ব-২: সৃজনকর্তা ও রিজিকদাতা

- আল-খালিক্ব থেকে আল-ক্বাবিদ

৪. পর্ব-৩: উচ্চতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা

- আল-বাসিত থেকে আল-লতীফ

৫. পর্ব-৪: মহিমা ও সংরক্ষণের অধিপতি

- আল-খাবীর থেকে আল-হাসীব

৬. পর্ব-৫: বন্ধুত্ব ও প্রজ্ঞার পরিচয়

- আল-জালীল থেকে আশ-শহীদ

৭. পর্ব-৬: সত্য ও অটল শক্তির আধার

- আল-হাক্ব থেকে আল-মুহয়ী

৮. পর্ব-৭: অবিনশ্বরতা ও একত্ববাদ

- আল-মুমীত থেকে আল-মুক্বতাদির

৯. পর্ব-৮: সময়ের মালিক ও অধিপতি

- আল-মুকাদ্দিম থেকে আত-তাউয়াব

১০. পর্ব-৯: ন্যায়বিচার, জ্যোতি ও ধৈর্যের পূর্ণতা

- আল-মুনতাক্বিম থেকে আস-সাবুর

১১. বিশেষ আমল ও নিয়মাবলি

- আল্লাহর নাম উসিলা করে দুআ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময় ও নিয়ম

১২. শেষ কথা

নিবেদন

✦ ✦ ✦

আসমাউল হুসনা কী এবং কেন পড়ব?

'আসমাউল হুসনা' মানে হলো আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ। এটি কেবল কিছু শব্দের সমষ্টি নয়, বরং মহান রবের গুণাবলীর এক একটি মহাসমুদ্র। আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি, তখন তাঁর সম্পর্কে জানতে চাই। ঠিক তেমনি আল্লাহকে ভালোবাসার প্রধান চাবিকাঠি হলো তাঁর গুণবাচক নামগুলো সম্পর্কে জানা। এই নামগুলো পাঠ করলে এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করলে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা (তাকওয়া) বৃদ্ধি পায়। এটি আমাদের ইবাদতে একাগ্রতা আনে এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করতে শেখায়।

আল্লাহর ৯৯টি নামের ফজিলত

- জান্নাত লাভ: নবীজী (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্থ করবে (অন্য বর্ণনায়—আমল করবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।
- দুআ কবুল: আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা তাঁকে সেই নামেই ডাকো।" (সূরা আরাফ: ১৮০)। নামের উসিলা দিয়ে দুআ করলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।
- অন্তরের প্রশান্তি: আল্লাহর জিকির এবং তাঁর গুণগান গাওয়ার মাধ্যমে অস্থির মন শান্ত হয়।

পর্ব-১: সৃষ্টির আধার ও দয়ার সাগর

✦ ✦ ✦

১. আল্লাহ (The One and Only)
তিনি একক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সকল ইবাদতের একমাত্র যোগ্য সত্তা।

- দুআ: আল্লাহ! আমরা জানি যে আপনিই একমাত্র উপাস্য এবং আপনার কোনো অংশীদার নেই। আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করে দিন, আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক আমল করার তৌফিক দিন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর অটল রাখুন যাতে পরকালে আপনার সুন্দর নূর দর্শন করতে পারি।
  আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

২. আর-রহমান (الرَّحْمَنُ - পরম দয়ালু)
তাঁর দয়া অসীম এবং নিখুঁত; যা এই পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির ওপর বর্ষিত হচ্ছে।

- দুআ: ও আল্লাহ! আপনার দয়া অত্যন্ত নিখুঁত। আপনার দয়া থেকে আমাদের কখনো নিরাশ করবেন না এবং আমাদের অন্যদের প্রতি দয়ালু হওয়ার তৌফিক দিন। ইয়া রহমান! আমাদের পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে সাহায্য করুন এবং আপনার দয়ার উসিলায় আমাদের জান্নাত দান করুন।

৩. আর-রাহীম (الرَّحِيمُ- অতিশয় দয়ালু)
তিনি কেবল দয়ালুই নন, বরং তিনি মুমিনদের ওপর নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন।

- দুআ: আপনি আর-রাহীম; আপনি আপনার সকল সৃষ্টির ওপর নিখুঁতভাবে এবং ক্রমাগত দয়া বর্ষণ করেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর ওপর অটল থাকার তৌফিক দিন যাতে আমরা আপনার বিশেষ রহমত লাভ করতে পারি এবং আমাদের কাজ, কথা ও চিন্তাকে তাকওয়ার মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। আমিন

৪. আল-মালিক (الْمَلِكُ - সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী / বাদশা)
মহাবিশ্বের একচ্ছত্র রাজত্ব তাঁরই। তিনি সবকিছুর মালিক এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

- দুআ: আল্লাহ! আপনিই আমাদের একমাত্র মালিক, বাদশা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আমাদের আপনার আদেশ পালনে এবং আপনার খাঁটি বান্দা হওয়ার তৌফিক দিন। আমাদের ধৈর্য ও বিনয় দান করুন এবং আপনার জান্নাতের রাজত্বে আমাদের প্রবেশাধিকার দান করুন।

৫. আল-কুদ্দুস (الْقُدُّوسُ - অতি পবিত্র)
তিনি সব ধরণের অপূর্ণতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি পবিত্রতার আধার।

- দুআ: ও আল্লাহ! আপনি কল্পনাতীতভাবে পবিত্র। আমাদের অন্তর, কাজ এবং নিয়তকে পবিত্র করার তৌফিক দিন। ইয়া কুদ্দুস! আমাদের শরীর ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার এবং সুন্দরভাবে সালাত আদায় ও দান-সদকায় আগ্রহী হওয়ার তৌফিক দিন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

৬. আস-সালাম (السَّلَامُ - শান্তি প্রদানকারী)
এই পৃথিবী প্রতিনিয়ত অস্থিরতা, সংঘাত আর উৎকণ্ঠায় ভরা। 'আস-সালাম' সেই সত্তা যিনি সমস্ত ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং যাঁর কাছ থেকেই প্রকৃত শান্তি আসে। তিনি কেবল শান্ত নন, তিনি শান্তির উৎস। আমাদের মনের গভীরে যে প্রশান্তি আমরা খুঁজি, তা কেবল তাঁর সান্নিধ্যেই সম্ভব।

- দুআ: আল্লাহ, আপনিই আস-সালাম, আপনার থেকেই শান্তি অবতীর্ণ হয়। হে দয়াময়! আমাদের অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তি দান করুন। আমাদের পরিবার, সমাজ এবং এই পৃথিবীতে শান্তির ফয়সালা করে দিন। জীবনের কঠিন পরীক্ষায় যখন আমরা ভেঙে পড়ি, তখন আপনার দেওয়া সেই 'সাকিনাহ' বা পরম শান্তি দিয়ে আমাদের আগলে রাখুন। আমাদের মৃত্যু যেন হয় শান্তিতে এবং পরকালে আপনার শান্তির আলয় জান্নাতে আমাদের স্থান দিন। আমীন।

৭. আল-মু'মিন (الْمُؤْمِنُ - নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী)
ভীতিগ্রস্ত পৃথিবীতে একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় হলো আল-মু'মিন। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং অন্তরে ঈমানের নূর জ্বালিয়ে দেন। অন্ধকার কবরে বা হাশরের ময়দানে যখন কেউ কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না, তখন কেবল তিনিই হবেন পরম আশ্রয়দাতা।

- দুআ: আল্লাহ, আপনিই আমাদের ঈমান ও নিরাপত্তার আধার। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ঈমানকে বদ্ধমূল করে দিন এবং কুফর ও নিফাক থেকে আমাদের রক্ষা করুন। দুনিয়ার সকল ভয়-ভীতি থেকে আমাদের নিরাপত্তা দিন এবং কিয়ামতের দিন যখন চারদিকে শুধু হাহাকার থাকবে, সেদিন আপনার বিশেষ আরশের নিচে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় দান করুন। আমীন।

৮. আল-মুহাইমিন (الْمُهَيْمِنُ - সর্ববিজয়ী রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক)
তিনি কেবল আমাদের দেখেনই না, তিনি আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস আর প্রতিটি কাজের সাক্ষী ও রক্ষক। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে বিশাল গ্যালাক্সি—সবকিছু তাঁর নিবিড় তত্ত্বাবধানে রয়েছে। যখন মনে হয় কেউ আমার পাশে নেই, তখন আল-মুহাইমিন আমার অতি নিকটে অবস্থান করেন।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনি সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী ও পরম রক্ষক। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আপনি আমাদের অভিভাবক হয়ে যান। শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমাদের আমলগুলোকে আপনার নিবিড় তত্ত্বাবধানে কবুল করে নিন এবং আমাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো আপনার দয়ার চাদরে ঢেকে রাখুন। আমীন।

৯. আল-আজিজ (الْعَزِيزُ - মহাপরাক্রমশালী ও অজেয়)
তাঁর ক্ষমতা অসীম, কেউ তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরম দয়ালু। মানুষের ক্ষমতা মানুষকে অহংকারী করে, কিন্তু আল্লাহর 'ইজ্জত' বা ক্ষমতা আমাদের বিনয়ী হতে শেখায়। প্রকৃত সম্মান কেবল তাঁর আনুগত্যেই নিহিত।

- দুআ: আল্লাহ, সকল সম্মান ও ক্ষমতার উৎস একমাত্র আপনি। হে পরাক্রমশালী রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিয়ে সম্মানের জীবন দান করুন। আমাদের অন্তর থেকে গায়রুল্লাহর ভয় দূর করে দিন এবং কেবল আপনার সামনে মাথা নত করার শক্তি দিন। আমাদের এমন এক ব্যক্তিত্ব দান করুন যা আপনার দ্বীনের জন্য মর্যাদাপূর্ণ হয়। আমীন।

১০. আল-জাব্বার (الْجَبَّارُ - প্রবল প্রতাপশালী ও ভগ্নহৃদয় জোড়া দানকারী)
'জাব্বার' শব্দটির দুটি দিক আছে। এক দিকে তিনি অবাধ্যদের ওপর তাঁর ইচ্ছা প্রয়োগকারী প্রবল সত্তা, অন্য দিকে তিনি সেই পরম করুণাময় যিনি তাঁর বান্দার ভাঙা মনকে জোড়া দিয়ে দেন। যখন আমরা ব্যর্থতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হই, তখন আল-জাব্বার আমাদের শক্তি সঞ্চার করেন এবং আমাদের ক্ষত উপশম করেন।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি সবকিছুর ওপর প্রভাবশালী এবং ভাঙা মনকে জোড়া দানকারী। হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের যে অভাবগুলো আমাদের কষ্ট দিচ্ছে, তা আপনি পূর্ণ করে দিন। আমাদের দুঃখগুলোকে সুখে এবং ব্যর্থতাগুলোকে সাফল্যে রূপান্তর করে দিন। আমাদের ওপর কোনো জালেমকে আধিপত্য করতে দেবেন না এবং আমাদের অন্তরকে আপনার ভালোবাসার মায়ার বাঁধনে পুনরায় সজীব করে তুলুন। আমীন।

১১. আল-মুতাকাব্বির (الْمُتَكَبِّرُ - মহিমান্বিত ও পরম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী)
এই মহাবিশ্বে প্রকৃত বড়ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহরই সাজে। মানুষ যখন অহংকার করে, তখন সে আসলে আল্লাহর চাদর নিয়ে টানাটানি করে। 'আল-মুতাকাব্বির' সেই সত্তা যিনি সকল জুলুম ও তুচ্ছতা থেকে ঊর্ধ্বে। তাঁর সামনে দাঁড়ালে আমাদের অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতা বোঝা যায়, যা আমাদের বিনয়ী হতে সাহায্য করে।

- দুআ: আপনি আল-মুতাকাব্বির; যাবতীয় বড়ত্ব এবং মহিমা কেবল আপনারই। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর থেকে অহংকার, হিংসা এবং শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা দম্ভ দূর করে দিন। আমাদের আপনার সামনে সিজদায় নত হওয়ার মতো বিনয় দান করুন এবং আমাদের এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না যারা আপনার নিদর্শনের সামনে দম্ভ দেখায়। দুনিয়ার সকল অহংকারী জালেমদের অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যীনা মুহাম্মদ। আমিন।

পর্ব-২: সৃজনকর্তা ও রিজিকদাতা

✦ ✦ ✦

১২. আল-খলিক (الْخَالِقُ - অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা)
শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনার নামই সৃষ্টি। মহাবিশ্বের কোটি কোটি নক্ষত্র থেকে শুরু করে আমাদের চোখের সূক্ষ্ম রগ পর্যন্ত সবই তাঁর পরিকল্পনার ফসল। তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন কেবল বলেন 'কুন' (হও), আর অমনি তা হয়ে যায়। আমরা তাঁরই শৈল্পিক হাতের এক একটি স্বাক্ষর।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনি সবকিছু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের এই অস্তিত্বকে আপনার ইবাদতে ব্যয় করার তৌফিক দিন। জীবনের সংকটে যখন আমরা পথ খুঁজে পাই না, তখন আপনার অসীম সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে আমাদের জন্য নতুন কোনো সুন্দর পথ তৈরি করে দিন। আমীন।

১৩. আল-বারিউ (الْبَارِئُ - উদ্ভাবক ও ত্রুটিমুক্তকারী)
সৃষ্টি করার পর সেই সৃষ্টির প্রতিটি অংশকে একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ক্ষমতা হলো 'বারিউ' গুণের কাজ। তিনি বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনেন। আমাদের শরীরের কোটি কোটি কোষ যেভাবে নিখুঁতভাবে কাজ করছে, তা তাঁরই উদ্ভাবনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

- দুআ: আপনি আল-বারিউ; আপনি আপনার সৃষ্টিকে নিখুঁত ও সুসামঞ্জস্য করেছেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের এলোমেলো কাজগুলোকে গুছিয়ে দিন। আমাদের শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিগুলো আপনার কুদরতে দূর করে দিন। আমাদের আত্মাকে এমনভাবে সংশোধন করুন যাতে আমরা আপনার পছন্দনীয় বান্দায় পরিণত হই এবং আমাদের কাজে ও চরিত্রে সততা ও ভারসাম্য বজায় রাখার তৌফিক দিন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যীনা মুহাম্মদ। আমিন।

১৪. আল-মুসাউয়ির (الْمُصَوِّرُ - রূপদানকারী ও চিত্রকর)
তিনি কেবল সৃষ্টিই করেননি, প্রতিটি সৃষ্টিকে দিয়েছেন এক অনন্য রূপ ও বৈচিত্র্য। পৃথিবীতে শতকোটি মানুষের মধ্যে একজনের আঙ্গুলের ছাপ (Fingerprint) অন্যজনের সাথে মেলে না এটি 'আল-মুসাউয়ির' এর এক মহাবিস্ময়। তিনি আমাদের রুহকে রঙ্গে রাঙিয়ে দেন এবং আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপের কারিগর।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আমাদের অবয়ব ও আকৃতি দান করেছেন। হে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর! আপনি আমাদের বাহ্যিক রূপ সুন্দর করেছেন, এখন আমাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন। আমাদের মনকে আপনার প্রেমের রঙে রাঙিয়ে দিন। পরকালে যেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং অনেক চেহারা অন্ধকার হয়ে যাবে, সেদিন আপনার রহমতে আমাদের চেহারাকে উজ্জ্বল ও নূরানি করে দিন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

১৫. আল-গাফফার (الْغَفَّارُ - মহাপরাক্রমশালী ক্ষমাশীল)
মানুষ বারবার ভুল করে, কিন্তু আল্লাহ বারবার ক্ষমা করেন। 'গাফফার' মানে এমন এক সত্তা যিনি কেবল ক্ষমা করেন না, বরং বান্দার গুনাহগুলোকে দয়ার চাদর দিয়ে ঢেকে রাখেন যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে সে লজ্জিত না হয়। তাঁর ক্ষমার কাছে আমাদের পাহাড়সম গুনাহও সমুদ্রের ফেনার মতো তুচ্ছ।

- দুআ: আপনি বারবার ক্ষমা করেন আল্লাহ এবং গুনাহ গোপন রাখেন। হে পরম দয়ালু! আমরা জেনে-না জেনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে অগণিত গুনাহ করেছি। আপনি আমাদের সেই সব গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমাদের লজ্জিত করবেন না এবং আমাদের তওবাকে কবুল করে নিন। আপনার ক্ষমার শীতলতা দিয়ে আমাদের তপ্ত হৃদয় জুড়িয়ে দিন এবং আমাদের পাপমুক্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করুন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

১৬. আল-ক্বাহহার (الْقَهَّارُ - মহাপরাক্রমশালী দমনকারী)
তিনি সেই সত্তা যাঁর ক্ষমতার সামনে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু নতজানু। 'ক্বাহহার' হিসেবে তিনি যেমন অহংকারী জালেমদের দম্ভ চূর্ণ করেন, তেমনি তিনি আমাদের নফসের (প্রবৃত্তি) কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করতে সক্ষম। যখন শয়তান বা নিজের মন আমাদের ভুল পথে টানে, তখন আল-ক্বাহহারের কাছে সাহায্য চাইলে তিনি আমাদের ভেতরের অন্ধকারকে জয় করার শক্তি দেন।

- দুআ: ও আল্লাহ, যাবতীয় আধিপত্য ও দমন করার ক্ষমতা কেবল আপনারই। হে প্রবল প্রতাপশালী রব! আমাদের নফস বা প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিন। আমাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা অহংকার, লোভ এবং মন্দ বাসনাগুলোকে আপনার কুদরতে দমন করে দিন। দুনিয়ার কোনো শক্তিশালী সত্তা যেন আমাদের আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে এবং আমরা যেন কেবল আপনার ভয়েই আমাদের মস্তক অবনত রাখি। আমীন।

১৭. আল-ওয়াহহাব (الْوَهَّابُ - মহাদাতা ও অবারিত দানকারী)
কোনো বিনিময় বা স্বার্থ ছাড়াই যিনি দুহাত ভরে দান করেন, তিনিই আল-ওয়াহহাব। আমরা চাওয়ার আগেই তিনি আমাদের জীবন, নিঃশ্বাস এবং এই সুন্দর পৃথিবী দান করেছেন। তাঁর দান কোনো হিসাব মেনে চলে না; তিনি যাকে ইচ্ছা অঢেল নেয়ামত দিয়ে ধন্য করেন।

- দুআ: আপনি সেই শ্রেষ্ঠ দাতা যিনি প্রতিদান ছাড়াই দান করেন। হে পরম দয়ালু! আমাদের এমন নেয়ামত দান করুন যা আমাদের আপনার আরও নিকটে নিয়ে যায়। আমাদের সুস্থতা, নেক সন্তান এবং ঈমানি রিযিক দান করুন। আমাদের দুহাত বাড়িয়েছি আপনার কাছে আমাদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন না এবং আপনার অসীম ভাণ্ডার থেকে আমাদের এমন কিছু দান করুন যা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। আমীন।

১৮. আর-রাজ্জাক (الرَّزَّاقُ - রিযিকদাতা)

রিযিক মানে কেবল টাকা-পয়সা নয়; বরং আমাদের প্রতিটি শ্বাস, শান্তি, জ্ঞান এবং ভালোবাসা—সবই আর-রাজ্জাকের পক্ষ থেকে আসে। তিনি সাগরের তলার ক্ষুদ্র মাছ থেকে শুরু করে আকাশের পাখি পর্যন্ত সবার খাবারের জোগান দেন। তাঁর কাছে চাইলে রিযিকের অভাব হয় না এবং দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায়।

- দুআ: হে আল্লাহ, মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর খাদ্যের জোগানদাতা আপনিই। হে রিযিকদাতা রব! আমাদের জন্য হালাল রিযিকের দরজা খুলে দিন এবং হারামের স্পর্শ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন এবং অল্পতেই তুষ্ট হওয়ার মতো ‘কানাআত’ বা তৃপ্ত মন দান করুন। আমাদের রিযিকের পেরেশানি দূর করে দিন যাতে আমরা নিশ্চিন্ত মনে কেবল আপনার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারি। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

১৯. আল-ফাত্তাহ (الْفَتَّاحُ - বিজয়দানকারী ও পথ উন্মোচনকারী)

যখন জীবনের সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখা দেয়, তখন আমরা ডাকি ‘ইয়া ফাত্তাহ’। তিনি সেই সত্তা যিনি কঠিনতম জট খুলে দেন এবং সফলতার নতুন দ্বার উন্মোচন করেন। তিনি আমাদের অন্তরে জ্ঞানের দরজা এবং রহমতের দরজা খুলে দেন।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি সকল বন্ধ দ্বার উন্মোচনকারী এবং সর্বোত্তম বিচারক। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের সব জটিলতা দূর করে দিন। আমাদের জন্য হিদায়াতের দরজা, রিজিকের দরজা এবং জান্নাতের দরজা খুলে দিন। আমাদের সংকীর্ণ মনকে আপনার মারেফাতের নূরে প্রশস্ত করে দিন এবং জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

২০. আল-আলিম (الْعَلِيمُ - মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাতা)

আল্লাহর জ্ঞান সীমানাহীন। সাগরের ঢেউয়ের সংখ্যা থেকে শুরু করে আমাদের মনের গহীন কোণে লুকানো ফিসফিসানি। সবই তাঁর নখদর্পণে। তিনি অতীত জানেন, বর্তমান দেখছেন এবং ভবিষ্যতের প্রতিটি কণা তাঁর জানা। যখন কেউ আমাদের কষ্ট বোঝে না, তখন আল-আলিম আমাদের অব্যক্ত ব্যথাটুকুও অনুভব করেন।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আল-আলিম; প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুর জ্ঞান কেবল আপনারই, হে মহাজ্ঞানী রব! আমাদের উপকারী জ্ঞান (ইলমে নাফি) দান করুন যা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করবে। আমাদের মনের অন্ধকার দূর করে সেখানে আপনার মহব্বতের আলো জ্বালিয়ে দিন। আমাদের ভুলগুলো আপনি জানেন, তবুও আপনার দয়ায় আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের এমন জ্ঞান দান করুন যা দিয়ে আমরা আপনার সৃষ্টি ও আপনার মহিমা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। আমীন।

২১. আল-ক্বাবিদ (الْقَابِضُ - সংকীর্ণকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী)

তিনি সেই সত্তা যিনি কখনও রিযিক বা অন্তরের প্রশান্তি সংকুচিত করেন। এটি তাঁর শাস্তির অংশ নয়, বরং অনেক সময় এটি বান্দার জন্য একটি পরীক্ষা বা বড় কোনো বিপদ থেকে রক্ষার কৌশল। যখন আমাদের মন বিষণ্ণতায় ভরে যায় বা পথ রুদ্ধ মনে হয়, তখন বুঝতে হবে 'আল-ক্বাবিদ' আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা করছেন এবং আমাদের তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনিই আত্মাসমূহ কবজ করেন এবং আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা দান করেন। হে নিয়ন্ত্রণকারী রব! আমাদের জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, যখন আমরা বিষণ্নতা আর দুশ্চিন্তায় পথ হারিয়ে ফেলি, তখন আমাদের হৃদয়কে ধৈর্য ও বিশ্বাসের ওপর অটল রাখুন। আমাদের এই সংকীর্ণতাকে আপনার নৈকট্য লাভের উসিলা বানিয়ে দিন এবং আমাদের নফসকে আপনার অবাধ্যতা থেকে সংকুচিত করে রাখুন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

পর্ব-৩: উচ্চতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা

✦ ✦ ✦

২২. আল-বাসিত (الْبَاسِطُ - প্রশস্তকারী ও দাতা)
আল-ক্বাবিদ-এর বিপরীত গুণ হলো এটি। তিনি যখন চান, অভাবের পর সচ্ছলতা দান করেন এবং বিষণ্ণতার পর হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ বইয়ে দেন। তিনি তাঁর দয়ার হাত প্রসারিত করেন যাতে বান্দা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আমাদের জীবনের প্রতিটি খুশির মুহূর্ত মূলত 'আল-বাসিত' গুণেরই প্রতিফলন।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনিই রিযিক ও রহমত প্রশস্ত করেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের রিযিক প্রশস্ত করে দিন, আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বাড়িয়ে দিন এবং আমাদের সংকীর্ণ অন্তরকে ঈমানের নূরে প্রশস্ত করে দিন। আমাদের ওপর আপনার রহমতের দ্বার এমনভাবে খুলে দিন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টির সেবা করতে পারি এবং আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্তে আপনার ক্ষমার প্রশস্ত চাদর দিয়ে আমাদের ঢেকে রাখুন। আমীন।

২৩. আল-খাফিদ (الْخَافِضُ - অবনতকারী)
তিনি দাম্ভিকদের অহংকার চূর্ণ করেন এবং অবাধ্যদের নিচু করেন। দুনিয়ার কোনো শক্তিশালী জালিমই তাঁর হাত থেকে বাঁচতে পারে না। এটি আমাদের শেখায় যে, ক্ষমতা বা পদমর্যাদা চিরস্থায়ী নয়; যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, তবে 'আল-খাফিদ' তাকে অপদস্থ করতে মুহূর্তকাল দেরি করেন না।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি আল-খাফিদ; আপনি মিথ্যা ও অন্যায়কে অবদমিত করেন। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর থেকে দম্ভ ও শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা মোহ দূর করে দিন। আমাদের যেন দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো লাঞ্ছনার শিকার হতে না হয়। ইয়া আল্লাহ, যারা আপনার দ্বীন এবং আপনার বান্দাদের ওপর জুলুম করে, তাদের আপনার ন্যায়ের মাধ্যমে অবনত করুন এবং আমাদের সর্বদা আপনার হুকুমের সামনে মাথা নত করার বিনয় দান করুন। আমীন।

২৪. আর-রাফি' (الرَّافِعُ - উন্নতকারী)
তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানের শিখরে আরোহণ করান। এই উচ্চতা কেবল দুনিয়াবী পদমর্যাদা নয়, বরং এটি আত্মার উচ্চতা এবং জান্নাতের উচ্চ মাকাম। যারা আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আর-রাফি' তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। প্রকৃত উন্নয়ন কেবল তাঁর দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি মুমিনদের মর্যাদা বুলন্দ করেন। হে রব! আমাদের চরিত্র ও আখলাককে উন্নত করে দিন। আমাদের ঈমানের মাকামকে উচ্চতা দান করুন যাতে আমরা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আপনার সন্তুষ্টির পথে চলতে পারি। ইয়া আল্লাহ, হাশরের ময়দানে যেদিন বিচার হবে, সেদিন আমাদের মর্যাদা উন্নত করুন এবং আপনার প্রিয় হাবীব (সা.)-এর সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ স্থানে আমাদের স্থান দিন। আমীন।

২৫. আল-মুয়িজ্জু (الْمُعِزُّ - সম্মানদানকারী)
সম্মান আল্লাহর এক বিশেষ দান। তিনি যাকে ইচ্ছা এটি দান করেন এবং তিনি যাকে সম্মান দেন, সারা দুনিয়া মিলেও তাকে অপমান করতে পারে না। প্রকৃত সম্মান দামী পোশাকে বা অঢেল সম্পদে নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর নামের জিকিরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

- দুআ: আপনি প্রকৃত সম্মানের মালিক। ইয়া আল্লাহ! আমাদের আপনার ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত করুন এবং গোনাহের মাধ্যমে লজ্জিত করবেন না। আমাদের মুখকে আপনার প্রশংসা ও জিকিরের মাধ্যমে নূরানি করে দিন। দুনিয়ার মানুষের কাছে আমাদের মর্যাদা নয়, বরং আপনার কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান বাড়িয়ে দিন। আমাদের এমন এক জীবন দান করুন যা অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হয় এবং আপনার দ্বীনের জন্য গৌরবের হয়। আমীন।

২৬. আল-মুযিল্লু (الْمُذِلُّ - অপমানকারী ও হীনকারী)
'আল-মুয়িজ্জু' যেমন সম্মান দেন, 'আল-মুযিল্লু' তেমনি দাম্ভিক ও অবাধ্যদের অপমানিত করেন। এটি আল্লাহর ন্যায়বিচারের প্রতিফলন। যখন কোনো মানুষ নিজেকে স্রষ্টার সমকক্ষ মনে করে বা তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম করে, তখন আল্লাহ তাকে হীন ও লাঞ্ছিত করেন। এটি আমাদের জন্য এক বিরাট শিক্ষা যাতে আমরা কখনোই আমাদের অর্জিত জ্ঞান বা সম্পদ নিয়ে দম্ভ না করি।

- দুআ: আপনি আল-মুযিল্লু; অবাধ্য ও অহংকারীদের আপনিই লাঞ্ছিত করেন। হে আল্লাহ! আমাদের এমন কোনো পথে পরিচালিত করবেন না যা আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানের কারণ হয়। আমাদের নফসের দাসত্ব থেকে রক্ষা করুন যাতে আমরা নিজেরাও নিজেদের হীন করে না ফেলি। হে আল্লাহ, যারা আপনার দ্বীনের অবমাননা করে, তাদের লাঞ্ছিত করুন এবং আমাদের আপনার ইবাদতের মাধ্যমে আজীবন সম্মানিত রাখুন। আমীন।

২৭. আস-সামী' (السَّمِيعُ - সর্বশ্রোতা)
মহাবিশ্বের অগণিত সৃষ্টির ভিড়ে আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায় না। আস-সামী' সেই সত্তা যিনি সাগরের তলদেশে মাছের নড়াচড়া কিংবা গভীর রাতে একাকী ঘরে আপনার ফিসফিসানি সবই শোনেন। যখন কেউ আপনার আরজি শোনার সময় পায় না, তখন জানবেন আপনার রব আপনার প্রতিটি কান্নার শব্দ শুনছেন। তিনি কেবল শব্দ শোনেন না, শব্দের পেছনের আকুতিও বুঝতে পারেন।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনিই সকল ডাক ও আকুতি শ্রবণকারী। হে রব! আমাদের হৃদয়ের সেই সব অব্যক্ত প্রার্থনা কবুল করুন যা আমরা কাউকে বলতে পারি না। আমাদের কানকে মন্দ কথা শোনা থেকে পবিত্র রাখুন এবং আমাদের জিহ্বাকে আপনার জিকিরে সজীব রাখুন। ইয়া আল্লাহ, যখন আমরা একাকী আপনাকে ডাকি, তখন আমাদের সেই ডাকে সাড়া দিন এবং আমাদের জীবনের কঠিন সময়ে আপনার রহমতের বাণী আমাদের কানে পৌঁছে দিন। আমীন।

২৮. আল-বাসীর (الْبَصِيرُ - সর্বদ্রষ্টা)
তাঁর দৃষ্টি থেকে কোনো কিছুই লুকানো সম্ভব নয়। তিনি অন্ধকারের কালো পাথরে কালো পিঁপড়ার হেঁটে চলাও দেখেন। আল-বাসীর আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি চোখের পলক এবং মনের গোপন চিন্তাগুলোও প্রত্যক্ষ করেন। এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে 'ইহসান' তৈরি করে অর্থাৎ আমরা যখন কাজ করি, তখন মনে হয় আল্লাহ আমাদের দেখছেন, ফলে আমাদের কাজে স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা আসে।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনি সবকিছু নিখুঁতভাবে দেখছেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দিন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টিতে আপনার মহিমা দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টিকে হারাম থেকে হেফাজত করুন। হে রব! আমরা যখন গোপনে কোনো অন্যায় করতে যাই, তখন আপনার দেখার ভয় যেন আমাদের ফিরিয়ে আনে। আমাদের প্রতিটি নেক আমল যা আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে করি, তা কবুল করে নিন এবং আপনার রহমতের দৃষ্টি দিয়ে আমাদের জীবনের সব অন্ধকার দূর করে দিন। আমীন।

২৯. আল-হাকাম (الْحَكَمُ - পরম বিচারক ও ফয়সালাকারী)
তিনি সেই চূড়ান্ত বিচারক যাঁর ফয়সালা কেউ খণ্ডাতে পারে না। তিনি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। দুনিয়ার আদালতে অনেক সময় অবিচার হতে পারে, কিন্তু আল-হাকামের আদালতে প্রতিটি অণু পরিমাণ কাজেরও সূক্ষ্ম বিচার হবে। তাঁর বিচার কেবল শাস্তি নয়, বরং তা রহমত ও ন্যায়ের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

- দুআ: আল্লাহ, সর্বোত্তম ফয়সালাকারী আপনিই। হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের সব সংকটে আপনিই ফয়সালাকারী হয়ে যান। আমাদের ওপর জুলুম হতে দেবেন না এবং আমাদেরও কারও ওপর জুলুম করার মতো বিচারবুদ্ধি দেবেন না। ইয়া আল্লাহ! হাশরের ময়দানে যেদিন আপনার আদালত বসবে, সেদিন আমাদের বিচারের পরিবর্তে আপনার দয়া ও ক্ষমা দান করুন। আমাদের সত্যের পথে অটল রাখুন এবং আমাদের শেষ পরিণতি সুন্দর করুন। আমীন।

৩০. আল-লতীফ (اَلْحَكَمُ - অতি সূক্ষ্মদর্শী ও করুণাময়)
'লতীফ' মানে এমন এক সত্তা যিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গোপন উপায়ে তাঁর বান্দার ওপর করুণা বর্ষণ করেন। অনেক সময় আমরা বুঝতেও পারি না কীভাবে কোনো এক বিপদ থেকে আমরা বেঁচে গেলাম বা কীভাবে এক অভাবনীয় সাহায্য আমাদের কাছে পৌঁছাল এসবই আল-লতীফ-এর কাজ। তিনি আমাদের হৃদয়ের অতি গোপন ইচ্ছাগুলোও পরম মমতা ও সূক্ষ্মতার সাথে পূরণ করেন।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনার দয়া ও করুণা অতি সূক্ষ্ম ও অপরিসীম। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের জটিল পরিস্থিতিগুলোকে আপনার সূক্ষ্ম কৌশলে সহজ করে দিন। আমাদের রিযিক ও ভাগ্যে এমন জায়গা থেকে বরকত দিন যা আমরা কখনো কল্পনাও করিনি। হে করুণাময়! আপনার দয়ার কোমল স্পর্শ দিয়ে আমাদের ব্যথিত হৃদয়কে শীতল করুন এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে আপনার অদৃশ্য সাহায্য আমাদের সঙ্গী করুন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

পর্ব-৪: মহিমা ও সংরক্ষণের অধিপতি

✦ ✦ ✦

৩১. আল-খবীর (اَلْخَبِيرُ - সম্যক অবহিত ও মরমী)
'আল-আলিম' যেমন সবকিছু জানেন, 'আল-খাবীর' তার চেয়েও গভীর। তিনি প্রতিটি বিষয়ের পেছনের রহস্য, প্রতিটি ঘটনার মূল কারণ এবং আমাদের অবচেতন মনের লুকানো তাড়না সম্পর্কেও খবর রাখেন। আপনার মনের যে ব্যথা আপনি নিজেও ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না, আল-খাবীর সেই ব্যথার প্রতিটি স্পন্দন সম্পর্কে অবগত। কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়, এমনকি ধূলিকণার ভেতরের খবরও তিনি রাখেন।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আল-খবীর; সবকিছুর গোপন রহস্য আপনার কাছে উন্মোচিত। হে পরম জ্ঞানী রব! আমাদের মনের অন্ধকার কোণে জমে থাকা সব দুঃখ আর দুশ্চিন্তার খবর তো আপনার কাছে আছেই। আমাদের হৃদয়ের সেই জটগুলো খুলে দিন যা আমাদের অস্থির করে রাখছে। আমাদের এমনভাবে গড়ে তুলুন যাতে আমাদের গোপন এবং প্রকাশ্য উভয় জীবনই সুন্দর হয়। ইয়া আল্লাহ, আপনার কাছে কোনো কিছুই লুকানো নেই, তাই আমাদের সব গোনাহ মাফ করে দিন এবং আমাদের অন্তরে আপনার মারেফাতের নূর দান করুন। আমীন।

৩২. আল-হালীম (اَلْحَلِيمُ - পরম সহনশীল ও প্রশান্ত)
আমরা প্রতিনয়ত তাঁর অবাধ্য হচ্ছি, তাঁর নেয়ামত খেয়ে তাঁরই নাফরমানি করছি। কিন্তু আল্লাহ সাথে সাথে আমাদের শাস্তি দেন না, আমাদের রিযিক বন্ধ করেন না। এই যে তিনি আমাদের তওবা করার সুযোগ দিচ্ছেন, সময় দিচ্ছেন এটাই তাঁর 'হালীম' বা পরম সহনশীল গুণের বহিঃপ্রকাশ। তিনি রাগের বশবর্তী হয়ে ফয়সালা করেন না, বরং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বান্দার ফিরে আসার অপেক্ষা করেন।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আল-হালীম; অপরাধীকে সাথে সাথে শাস্তি না দিয়ে আপনি অসীম ধৈর্য প্রদর্শন করেন। ইয়া আল্লাহ! আপনার এই সহনশীলতা যেন আমাদের আরও অবাধ্য না করে তুলে, বরং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে শেখায়। আমাদের চরিত্রকেও সহনশীল করে দিন যাতে আমরা মানুষের ভুলগুলোকে ক্ষমা করতে পারি। আমাদের ওপর আপনার ক্রোধ বর্ষণ করবেন না এবং মৃত্যুর আগে আমাদের সত্যিকার অর্থে তওবা করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

৩৩. আল-আজীম (اَلْعَظِيمُ - অতি মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ)
তাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের কোনো সীমানা নেই। মহাকাশের বিশালতা দেখে আমরা চমকে উঠি, অথচ সেই মহাকাশ তাঁর এক সামান্য সৃষ্টি মাত্র। আল-আজীম সেই সত্তা যাঁর বড়ত্বের সামনে আরশ-কুরসি সবকিছুই অতি ক্ষুদ্র। মানুষের বুদ্ধি তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপ করতে অক্ষম। যখন আমরা রুকুতে গিয়ে বলি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম', তখন আমরা আসলে তাঁর অসীম বড়ত্বের সামনে নিজেদের সমর্পণ করি।

- দুআ: আপনার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কোনো সীমা নেই ইয়া আল্লাহ। হে মহান রব! আমাদের অন্তরকে দুনিয়ার তুচ্ছ মরীচিকার মোহ থেকে মুক্ত করে দিন। আমাদের নজরে কেবল আপনার বড়ত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন যাতে আমরা গায়রুল্লাহর কাছে মাথা নত না করি। ইয়া আজীম! আমাদের ইবাদতগুলোকে আপনার শানের উপযুক্ত করে কবুল করুন এবং হাশরের কঠিন দিনে আপনার মহান আরশের ছায়ায় আমাদের আশ্রয় দান করুন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

৩৪. আল-গফুর (الْغَفُورُ - পরম ক্ষমাশীল)
'আল-গাফফার' যেমন বারবার ক্ষমা করেন, 'আল-গফুর' তেমনি ক্ষমার গভীরতাকে বোঝায়। তিনি এমনভাবে ক্ষমা করেন যে গুনাহর কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট রাখেন না। তিনি আমাদের গুনাহগুলোকে শুধু মুছেই দেন না, বরং তাঁর রহমতের চাদর দিয়ে আমাদের ঢেকে ফেলেন। সমুদ্রের ফেনা সমান গুনাহ নিয়েও যদি কেউ তাঁর কাছে আসে, তিনি তা ক্ষমা করে দিতে দ্বিধা করেন না।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনি আল-গফুর; আপনি পরম ক্ষমাশীল। ইয়া আল্লাহ! আমাদের পাহাড়সম গুনাহগুলোকে আপনার সমুদ্রসম ক্ষমার মধ্যে ডুবিয়ে দিন। আমরা বারবার ভেঙেছি, বারবার ফিরে এসেছি, আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো আশ্রয় নেই। আমাদের বিগত জীবনের সব পাপাচার ক্ষমা করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের নিষ্পাপ থাকার তৌফিক দিন। হে আল্লাহ! পরকালে আমাদের হিসাবকে সহজ করে দিন এবং আপনার ক্ষমার শীতলতায় আমাদের জীবন সার্থক করুন। আমীন।

৩৫. আশ-শাকুর (الشَّكُورُ - গুণগ্রাহী ও মহা পুরস্কারদাতা)
আল্লাহ মানুষের সামান্য আমলকেও অনেক বড় করে দেখেন। আমরা হয়তো লোকচক্ষুর আড়ালে কাউকে একটু পানি পান করিয়েছি বা একটা ক্ষুধার্ত প্রাণীকে খাইয়েছি, আশ-শাকুর সেই ছোট্ট আমলটির জন্যও বিশাল পুরস্কার জমা রাখেন। তিনি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের ভালোবাসেন এবং তাদের আমলের চেয়েও অনেক বেশি প্রতিদান দান করেন।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আশ-শাকুর; আপনিতো বান্দার সামান্য নেক আমলকেও অসামান্য পুরস্কারে ভূষিত করেন। হে আমাদের রব! আমাদের ইবাদতগুলো খুবই সামান্য ও ত্রুটিযুক্ত, কিন্তু আপনি আপনার গুণগ্রাহী সত্তার উসিলায় সেগুলো কবুল করে নিন। আমাদের অন্তরকে কৃতজ্ঞ করুন যাতে আমরা আপনার প্রতিটি নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি। ইয়া আল্লাহ! আমাদের এমন আমল করার তৌফিক দিন যা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং জান্নাতে আমাদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান নিশ্চিত করে। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

৩৬. আল-আ'লী (الْعَلِيُّ - সুউচ্চ ও মহীয়ান)
তাঁর মাকাম বা স্থান সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এটি কেবল ভৌগোলিক উচ্চতা নয়, বরং মর্যাদা, ক্ষমতা এবং সত্তার উচ্চতা। সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। আমরা যখন সিজদায় গিয়ে বলি ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আলা’, তখন আমরা আমাদের শরীরের সবচেয়ে উঁচু অংশ (কপাল) মাটিতে ঠেকিয়ে তাঁর সর্বোচ্চ উচ্চতাকে স্বীকার করি। এই নাম আমাদের শেখায় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অপ্রতিদ্বন্দ্বী উচ্চতার অধিকারী নয়।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনার শান ও মর্যাদা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। হে সুউচ্চ রব! আমাদের মনকে নিচু চিন্তা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দিন। আমাদের আদর্শ ও চরিত্রকে উন্নত করুন। দুনিয়ার ক্ষমতা বা পদের মোহে আমাদের অন্ধ করবেন না। ইয়া আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আমাদের মর্যাদা দুনিয়া ও আখিরাতে বৃদ্ধি করে দিন এবং আমাদের অহংকারের পতন থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

৩৭. আল-কাবীর (الْكَبِيرُ - অতি বড় ও মহান)
আমরা প্রতিদিন নামাযের শুরুতে এবং ভেতরে ‘আল্লাহু আকবার’ বলি। এর অর্থ হলো আল্লাহ সবকিছুর চেয়ে বড়। আমাদের সমস্যা, আমাদের ভয়, আমাদের শত্রু কিংবা আমাদের সীমাবদ্ধতা সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বড়। ‘আল-কাবীর’ সেই সত্তা যাঁর মহত্ত্বের সামনে মহাবিশ্বের বিশালতা একটি বালুকণার মতো। এই বিশ্বাস অন্তরে থাকলে মানুষের আর কোনো পার্থিব ভয় থাকে না।

- দুআ: হে আমার রব, আপনার মহত্ত্বের কোনো শেষ নেই। হে মহান রব! যখন আমাদের সামনের বাধাগুলো পাহাড়ের মতো বড় মনে হয়, তখন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিন যে আপনি সেই পাহাড়ের চেয়েও অনেক বেশি বড়। আমাদের অন্তরে কেবল আপনার বড়ত্বকে স্থান দিন যাতে আমরা মানুষের ভয় ত্যাগ করে আপনার পথে অটল থাকতে পারি। আমাদের ছোট ছোট নেক আমলগুলোকে আপনার মহান দরবারে কবুল করে নিন। আমীন।

৩৮. আল-হাফীজ (الْحَفِيظُ - পরম সংরক্ষক)
মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রকে মহাপ্রলয় থেকে যিনি রক্ষা করছেন, তিনিই আল-হাফীজ। তিনি কেবল মহাবিশ্ব নয়, আমাদের ঈমান, আমাদের আমল এবং আমাদের অস্তিত্বকেও রক্ষা করেন। বিপদ-আপদ যখন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে, তখন তাঁর অদেখা কুদরতি হাত আমাদের হেফাজত করে। তিনি আমাদের করা প্রতিটি ভালো-মন্দের নিখুঁত হিসাবও সংরক্ষণ করেন।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনিতো আল-হাফীজ; আপনার হেফাজত ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। ইয়া আল্লাহ! আমাদের শয়তানের অনিষ্ট থেকে, চোখের জিনা থেকে এবং অন্তরের ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন। আমাদের সন্তানদের এবং পরিবারকে সকল বালা-মুসিবত থেকে আপনার জিম্মায় রাখুন। হে আমাদের রব! হাশরের ময়দানে আমাদের আমলনামাগুলো আপনার বিশেষ রহমতে হেফাজত করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

৩৯. আল-মুক্বীত (الْمُقِيتُ - পালনকারী ও শক্তিদাতা)
তিনি কেবল রিযিক দেন না, বরং সেই রিযিক থেকে শরীরে শক্তি এবং মনে তৃপ্তিও দান করেন। প্রতিটি সৃষ্টির বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন, তিনি ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি ও উপকরণ পৌঁছে দেন। তিনি আমাদের আত্মার খোরাক যোগান এবং আমাদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া একটি ঘাসের ফলও আমাদের পুষ্টি দিতে পারে না।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আমাদের শারীরিক ও আত্মিক শক্তির উৎস। হে শক্তিদাতা রব! আমাদের দেহকে সুস্থ রাখুন এবং আমাদের আত্মাকে আপনার জিকিরের মাধ্যমে সজীব রাখুন। আমাদের এমন রিযিক দান করুন যা আমাদের ইবাদতে শক্তি যোগায়। ইয়া আল্লাহ! সংকটের সময় আমাদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন এবং অভাবের সময় আপনার বিশেষ ভাণ্ডার থেকে আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিন। আমীন।

৪০. আল-হাসীব (الْحَسِيبُ - পর্যাপ্ততা দানকারী ও হিসাব গ্রহণকারী)
‘হাসীব’ শব্দের দুটি অর্থ। এক, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট (Sufficient)। যখন আমাদের কেউ নেই, তখন আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। দুই, তিনি প্রতিটি কাজের সূক্ষ্ম হিসাব গ্রহণকারী। তিনি আমাদের নিঃশ্বাসের হিসাব রাখেন, চোখের ইশারার হিসাব রাখেন। যখন একজন মুমিন বলে ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি’মাল ওয়াকীল’, তখন সে আল-হাসীবের ওপর পূর্ণ ভরসা প্রকাশ করে।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আল-হাসীব; আমাদের সকল প্রয়োজনে আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। হে হিসাব গ্রহণকারী রব! যেদিন প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব নেওয়া হবে, সেদিন আমাদের হিসাবকে সহজ করে দিন। আমাদের ভুলগুলোকে আপনার দয়ায় ঢেকে দিন। ইয়া আল্লাহ! দুনিয়ার পেরেশানিতে আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস গেঁথে দিন যে আপনি আমাদের সাথে থাকলে আমাদের আর কারোর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন।

পর্ব-৫: বন্ধুত্ব ও প্রজ্ঞার পরিচয়

✦ ✦ ✦

৪১. আল-জালীল (الْجَلِيلُ - মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী)
তিনি এমন এক মহিমার অধিকারী যা আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। 'জালীল' সেই সত্তা যাঁর গুণাবলীর পূর্ণতা এবং সত্তার গাম্ভীর্য আমাদের অন্তরে এক গভীর শ্রদ্ধা ও পবিত্র ভয়ের সৃষ্টি করে। দুনিয়ার কোনো শান-শওকতই তাঁর মহিমার সামনে টিকে থাকতে পারে না। তিনি পবিত্র এবং সুমহান, যাঁর অস্তিত্বের তেজ মহাবিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছে।

- দুআ: হে আল্লাহ, সমস্ত মহিমা ও পবিত্রতা কেবল আপনারই। হে মহিমান্বিত রব! আমাদের অন্তরে আপনার জন্য এমন শ্রদ্ধা ও মহব্বত তৈরি করে দিন যাতে আমরা অন্য কারো সামনে মাথা নত না করি। আমাদের চরিত্রে এমন এক গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা দান করুন যা আপনার দ্বীনের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে। ইয়া আল্লাহ, আপনার মহিমার নূরে আমাদের অন্ধকার জীবনকে আলোকিত করে দিন। আমীন।

৪২. আল-কারীম (الْكَرِيمُ - পরম দয়ালু ও মহানুভব)
কারীম সেই সত্তা, যিনি বান্দার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তাকে দুহাত ভরে দান করেন। যখন আমরা তাঁর অবাধ্য হই, তখনও তিনি তাঁর নেয়ামত বন্ধ করেন না। আমরা যখন তাঁর কাছে চাই, তিনি দাতার চেয়েও বেশি মমতায় আমাদের পূর্ণ করেন। তাঁর দয়া কোনো হিসাব মেনে চলে না; তিনি দান করতে ভালোবাসেন এবং বান্দার ত্রুটিগুলোকে তাঁর উদার মহানুভবতা দিয়ে ঢেকে রাখেন।

- দুআ: আপনি আল-কারীম; আপনি অযোগ্যকেও আপনার দয়ার চাদরে জড়িয়ে নেন। হে পরম দয়ালু! আমরা আপনার কাছে চাওয়ার যোগ্য নই, তবুও আমরা আপনার উদারতার ওপর ভরসা করে হাত পেতেছি। আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করুন। আমাদের জীবনের সব অভাব আপনার মহানুভবতা দিয়ে পূরণ করে দিন এবং আমাদের এমন এক হৃদয় দান করুন যা আপনার সৃষ্টির প্রতি উদার ও দয়ালু হতে পারে। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যীনা মুহাম্মদ। আমিন।

৪৩. আর-রাক্বীব (الرَّقِيبُ - নিবিড় তত্ত্বাবধায়ক ও অতন্দ্র প্রহরী)
তিনি আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি ভাবনা এবং প্রতিটি গোপন কাজের ওপর নজর রাখছেন। 'রাক্বীব' মানে এমন এক প্রহরী যিনি কখনো ঘুমান না, যাঁর চোখ কখনো ঝাপসা হয় না। যখন আমরা মনে করি কেউ আমাদের দেখছে না, তখন আর-রাক্বীব আমাদের অতি নিকটে থাকেন। এই অনুভূতি আমাদের পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আমাদের একাকীত্ব দূর করে।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের সাক্ষী। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তরে এই বিশ্বাস গেঁথে দিন যে আপনি আমাদের দেখছেন যাতে আমরা নির্জনেও আপনার অবাধ্য হওয়ার সাহস না করি। আমাদের কাজগুলোকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করুন। হে পরম প্রহরী! শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং সব অশুভ শক্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার হেফাযতে রাখুন। আমীন।

৪৪. আল-মুজীব (الْمُجِيبُ - সাড়াদানকারী ও কবুলকারী)
যখন পুরো পৃথিবী আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আল-মুজীব আমাদের ডাক শোনেন। তিনি কেবল শোনেনই না, বরং সর্বোত্তম উপায়ে সাড়া দেন। কখনো তিনি সাথে সাথে দেন, কখনো বা এর চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের জন্য তুলে রাখেন। তিনি তাঁর বান্দাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি নীরব হাহাকার আল-মুজীবের কাছে পৌঁছায়।

- দুআ: হে রব, আপনি আল-মুজীব; আপনিই ব্যথিত হৃদয়ের ডাকে সাড়া দানকারী। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের অসহায় মুহূর্তগুলোতে আপনার বিশেষ সাহায্য অবতীর্ণ করুন। আমরা আপনার দরবারে যে আরজিগুলো পেশ করেছি, তা আপনার রহমতে কবুল করে নিন। আমাদের প্রার্থনাগুলোকে আমাদের জন্য কল্যাণময় করুন এবং আমাদের তওবা কবুল করে আমাদের আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন আমীন আমীন।

৪৫. আল-ওয়াসি' (الْوَاسِعُ - অবারিত ও প্রশস্ত)
তাঁর জ্ঞান, দয়া এবং ক্ষমতা অসীমভাবে প্রশস্ত। মহাবিশ্বের কোনো প্রান্তই তাঁর পরিধির বাইরে নয়। মানুষের চিন্তা যেখানে শেষ হয়, আল-ওয়াসি'-এর রহমত সেখান থেকে শুরু হয়। আমাদের যত বড়ই বিপদ হোক না কেন, আল্লাহর প্রশস্ততা তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি। সংকীর্ণ মনের মানুষের ভিড়ে আল-ওয়াসি' আমাদের উদার হওয়ার এবং তাঁর অসীম রহমতের ওপর ভরসা রাখার শিক্ষা দেন।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনার রহমত ও কুদরত সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। ইয়া আল্লাহ! আমাদের সংকীর্ণ জীবনকে আপনার প্রশস্ত রিযিক ও রহমত দিয়ে ভরিয়ে দিন। আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে প্রশস্ত করুন। যখন আমরা বিপদে পড়ি, তখন আপনার অসীম ক্ষমতা দিয়ে আমাদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিন। ইয়া ওয়াসি'! আমাদের অন্তরকে আপনার মহব্বতের জন্য প্রশস্ত করে দিন যাতে দুনিয়ার কোনো শোক আমাদের বিচলিত করতে না পারে। আমীন।

৪৬. আল-হাকীম (الْحَكِيمُ - মহাপ্রজ্ঞাময় ও নিপুণ কৌশলী)
আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক, তার পেছনে আল-হাকীম-এর এক গভীর হিকমাহ বা উদ্দেশ্য থাকে। তিনি যা দেন তা প্রজ্ঞার সাথে দেন, আর যা কেড়ে নেন তা-ও প্রজ্ঞার কারণেই নেন। অনেক সময় আমরা কোনো বিষয় পেতে মরিয়া হয়ে উঠি, কিন্তু তিনি তা দেন না কারণ তিনি জানেন তার শেষ পরিণতি কী। তাঁর প্রতিটি কাজ নিখুঁত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনার প্রতিটি ফয়সালা প্রজ্ঞায় ভরপুর। ইয়া আল্লাহ! জীবনের কঠিন সময়ে যখন আপনার ফয়সালা বুঝতে আমরা ব্যর্থ হই, তখন আমাদের ধৈর্য এবং আপনার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখার তৌফিক দিন। আমাদের এমন হিকমত ও বিচারবুদ্ধি দান করুন যাতে আমরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারি। আপনার প্রজ্ঞার উসিলায় আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজকে অর্থবহ এবং কল্যাণকর করে দিন। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ।

৪৭. আল-ওয়াদুদ (الْوَدُودُ - পরম প্রেমময় ও মমতাময়)
এই নামটি আল্লাহর ভালোবাসার সবচেয়ে কোমল রূপ। 'ওয়াদুদ' সেই সত্তা যিনি কেবল ভালোবাসেন না, বরং তাঁর ভালোবাসাকে বান্দার কাছে প্রকাশ করেন এবং বান্দার হৃদয়ে তাঁর প্রতি প্রেম জাগিয়ে দেন। পৃথিবীর সব ভালোবাসা স্বার্থপর হতে পারে, কিন্তু আল-ওয়াদুদ-এর ভালোবাসা নিষ্কাম। তিনি তাঁর গোনাহগার বান্দাকে তওবার সুযোগ দিয়ে মূলত তাঁর প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

- দুআ: ইয়া রব, আপনিতো আল-ওয়াদুদ; আপনিই প্রেমের আদি ও অন্ত উৎস। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তরে আপনার প্রতি এমন প্রেম সৃষ্টি করে দিন যা অন্য সবকিছুর ভালোবাসাকে হার মানায়। আমাদের চরিত্রকে মানুষের কাছে ভালোবাসার পাত্র করে দিন এবং আমাদের পরিবার ও প্রিয়জনদের মধ্যে মায়া-মহব্বত বৃদ্ধি করে দিন। হে পরম মমতাময়! আপনার ভালোবাসার চাদর দিয়ে আমাদের আগলে রাখুন এবং আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমেই আমাদের জীবনের সার্থকতা দান করুন। আমীন আমীন।

৪৮. আল-মাজীদ (الْمَجِيدُ - পরম মহিমান্বিত ও মর্যাদাবান)
'মাজীদ' মানে এমন এক সত্তা যাঁর সম্মান ও আভিজাত্য কল্পনাতীত। তিনি দানে যেমন মহান, ক্ষমতায় তেমন অজেয়। যাঁর সত্তা চিরস্থায়ী এবং যাঁর গুণাবলী অতি উত্তম, তিনিই আল-মাজীদ। এই নাম আমাদের শেখায় যে, প্রকৃত সম্মান পদ-পদবীতে নয়, বরং এই মহান সত্তার দাসত্ব করার মাঝেই নিহিত।

- দুআ: হে আল্লাহ, হে আল-মজীদ; সকল মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব আপনারই প্রাপ্য। হে মর্যাদাবান রব! আমাদের জীবনকে আপনার দ্বীনের কল্যাণে মর্যাদাবান করুন। দুনিয়ার তুচ্ছ লালসার কাছে আমাদের মাথা নত করতে দেবেন না। আমাদের অন্তরকে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে পূর্ণ করে দিন এবং কিয়ামতের দিন যখন মানুষের মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী হবে, তখন আপনার বিশেষ রহমতে আমাদের সম্মানজনক স্থানে সমাসীন করুন। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ। আমিন আমীন

৪৯. আল-বাইস (الْبَاعِثُ - পুনরুত্থানকারী ও জাগ্রতকারী)
তিনিই সেই সত্তা যিনি মৃত দেহকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং প্রতিটি কর্মের হিসাব নেবেন। আবার তিনি মৃত অন্তরকেও হিদায়াতের নূরে জাগ্রত করতে পারেন। যখন আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যায় বা আমরা গাফিলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হই, তখন 'আল-বাইস' আমাদের অন্তরে নতুন করে অনুপ্রেরণা এবং আল্লাহ-ভীতি জাগিয়ে তোলেন।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আল-বাইস; আপনিই হাশরের ময়দানে আমাদের পুনরায় জীবিত করবেন। ইয়া রব! আমাদের গাফেল অন্তরকে আপনার স্মরণের মাধ্যমে জাগ্রত করুন। আমাদের ঈমানকে নতুনভাবে সজীব করে দিন। কবরের অন্ধকারের পর যেদিন আপনি আমাদের পুনরায় উঠাবেন, সেদিন আমাদের আপনার ক্ষমা ও রহমতের সুসংবাদ দিয়ে উঠান। আমাদের মৃত্যু যেন হয় ঈমানের সাথে এবং পুনরুত্থান যেন হয় আপনার প্রিয় বান্দাদের কাতারে। আমীন।

৫০. আশ-শহীদ (الشَّهِيدُ - সর্বব্যাপী সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী)
তাঁর নজর থেকে কোনো কিছুই এড়াতে পারে না। তিনি কেবল আমাদের কাজ দেখেন না, বরং সেই কাজের পেছনে আমাদের মনের আসল নিয়ত কী ছিল তারও সাক্ষী তিনি। আশ-শহীদ আমাদের জীবনের প্রতিটি অন্যায়ের যেমন সাক্ষী, তেমনি মানুষের অগোচরে করা আমাদের প্রতিটি চোখের পানি আর ত্যাগেরও তিনি একমাত্র সাক্ষী। কেউ আপনার কষ্ট না দেখলেও আশ-শহীদ তা দেখছেন।

- দুআ: হে আমার রব, আপনি সবকিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। ইয়া আল্লাহ! আমাদের এই অনুভূতি দান করুন যে আপনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত দেখছেন, যাতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনার নাফরমানি থেকে বিরত থাকতে পারি। আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন। হে রব! আমরা যখন একাকী আপনার জন্য কোনো ভালো কাজ করি বা কোনো কষ্ট সহ্য করি, তখন আপনি সাক্ষী হিসেবে আমাদের জন্য সেটিই যথেষ্ট। হাশরের দিন আমাদের হকের পক্ষে আপনি সাক্ষী হয়ে দাঁড়ান। আমীন।

পর্ব-৬: সত্য ও অটল শক্তির আধার

✦ ✦ ✦

৫১. আল-হাক্ব (الْحَقُّ - ধ্রুব সত্য)
এই পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল এবং নশ্বর। আজ যা আছে, কাল তা নেই। কিন্তু 'আল-হাক্ব' সেই সত্তা যিনি অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয় সত্য। তিনি কেবল সত্য নন, তিনি সত্যের মানদণ্ড। যখন চারদিকে মিথ্যা আর বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি থাকে, তখন আল-হাক্ব-এর ওপর বিশ্বাস আমাদের স্থির রাখে। যা কিছু তাঁর পক্ষ থেকে আসে, তা-ই পরম সত্য।

- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আপনি একমাত্র অবিনশ্বর সত্য। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবনকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং মিথ্যার মরীচিকা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের অন্তরকে হকের নূরে আলোকিত করুন যাতে আমরা হককে হক হিসেবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিনতে পারি। হে সত্যের মালিক! আমাদের মুখ দিয়ে সর্বদা সত্য কথা বলান এবং সত্যের পথে চলতে গিয়ে কোনো ভয় যেন আমাদের বিচলিত না করে। আমীন আমীন আমীন।

৫২. আল-ওয়াকীল (الْوَكِيلُ - পরম কর্মবিধায়ক ও নির্ভরযোগ্য অভিভাবক)
যখন আমরা আমাদের সব চেষ্টা শেষ করে ফেলি এবং কোনো কূল-কিনারা পাই না, তখন আমাদের একজন 'ওয়াকীল' প্রয়োজন হয়। আল্লাহ সেই শ্রেষ্ঠ কর্মবিধায়ক যার ওপর ভরসা করলে আর কারো প্রয়োজন থাকে না। তিনি তাঁর বান্দার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত নিপুণভাবে সব সমস্যার সমাধান করেন। 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' এই বাক্যটি মুমিনের জন্য মহাবিপদেও এক অজেয় ঢাল। "আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য যথেষ্টতিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক" - সূরা আল-ইমরান (৩)আয়াত ১৭৩

- দুআ: ইয়া রব, আপনি আল-ওয়াকীল; আপনি আমাদের যাবতীয় কাজের সর্বোত্তম জিম্মাদার। হে আল্লাহ! আমাদের জীবনের সব ভার আমরা আপনার ওপর অর্পণ করলাম। আমাদের রিযিক, আমাদের পরিবার এবং আমাদের আখিরাতের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন। আমাদের দুশ্চিন্তাগুলোকে প্রশান্তিতে বদলে দিন। হে আমাদের পরম অভিভাবক! আমরা যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ি, তখন আপনি আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম ফয়সালা করে দিন। আমীন ইয়া আল্লাহ।

৫৩. আল-ক্বউইউ(الْقَوِيُّ - পরম শক্তিশালী ও অজেয়)
তাঁর ক্ষমতার সামনে পৃথিবীর কোনো শক্তিই টিকতে পারে না। মহাবিশ্বের ভারসাম্য রক্ষা থেকে শুরু করে বিশাল পাহাড়কে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া সবই তাঁর শক্তির এক সামান্য বহিঃপ্রকাশ। 'আল-ক্বউইউ' নামের স্মরণে মুমিনের হৃদয়ে হিমালয়ের মতো সাহস জন্মায়। তিনি সর্বশক্তিমান,তাঁকে পরাজিত করার বা কোনো কিছু দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই, কারণ তিনি সকল সৃষ্টি ও পরিস্থিতির ওপর বিজয়ী

- দুআ: হে আল্লাহ, মহাবিশ্বের যাবতীয় শক্তির সকল উৎস কেবল আপনি। ইয়া আল্লাহ! আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করে দিন এবং আপনার দ্বীনের পথে অটল থাকার মানসিক শক্তি দান করুন। আমাদের শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক দুর্বলতা দূর করে আপনার কুদরতি শক্তি দিয়ে আমাদের পূর্ণ করে দিন। হে মহাশক্তিশালী রব! কোনো জালিম যেন আমাদের ওপর আধিপত্য করতে না পারে এবং আমরা যেন আপনার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি। আমীন।

৫৪. আল-মাতীন (الْمَتِينُ- সুদৃঢ় ও অটল)
'আল-ক্বউইউ' মানে শক্তি, আর 'আল-মাতীন' মানে সেই শক্তির চরম স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা। তাঁর শক্তিতে কোনো ক্লান্তি নেই, তাঁর ক্ষমতায় কোনো চিড় ধরে না। তিনি অটল। এই অস্থির পৃথিবীতে যখন আমাদের নীতি বা আদর্শ টালমাটাল হয়ে যায়, তখন আল-মাতীন আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দান করেন। তিনি এমন এক আশ্রয় যা কখনো ধসে পড়ে না।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি সকল দৃঢ়তার আধার। আল্লাহ! আমাদের প্রতিটি কদমকে আপনার দ্বীনের ওপর সুদৃঢ় রাখুন। ফেতনা ও ফাসাদের এই যুগে আমাদের মনকে যেন কোনো বিভ্রান্তি ধরতে না পারে। আমাদের সংকল্পকে পাহাড়ের মতো মজবুত করে দিন যাতে আমরা আপনার ইবাদতে কোনো আলস্য না করি। হে সুদৃঢ় রব! পরকালে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর আমাদের কদমকে অটল রাখুন এবং আমাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন আমীন ইয়া রব।

৫৫. আল-ওয়ালি (الْوَلِيُّ - পরম বন্ধু ও অভিভাবক)
'ওয়ালি' মানে এমন এক বন্ধু যিনি সবসময় আপনার কল্যান চান এবং আপনার বিপদে পাশে দাঁড়ান। আল্লাহ মুমিনদের ওয়ালি। তিনি আমাদের অন্ধকারের গর্ত থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসেন। পৃথিবীর সব বন্ধু আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আল-ওয়ালি কখনো তাঁর বান্দাকে ছেড়ে যান না। তিনি আমাদের আত্মার সবচেয়ে কাছের, আমাদের পরম আপন।

- দুআ: হে আমার আল্লাহ, আপনি আল-ওয়ালি; আপনি মুমিনদের পরম বন্ধু ও অভিভাবক। ইয়া আল্লাহ! আমাদের আপনার খাস বন্ধু হিসেবে কবুল করে নিন। দুনিয়ার একাকীত্বে আপনিই আমাদের সঙ্গী হয়ে যান। হে পরম বন্ধু! আমাদের কোনো কাজে লজ্জিত করবেন না এবং আমাদের পরম মমতায় আগলে রাখুন। আপনার বন্ধুত্বই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ; এই সম্পদ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না এবং হাশরের ময়দানে আপনার বন্ধুত্বের চাদরে আমাদের আশ্রয় দিন। আমীন।

৫৬. আল-হামীদ (الْحَمِيدُ - চির প্রশংসিত)
মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু যার প্রশংসা করে, তিনিই আল-হামীদ। মানুষ কাউকে প্রশংসা করলে তা হয়তো কোনো স্বার্থে বা গুণের কারণে করে, কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং প্রশংসিত, কারও প্রশংসার তিনি মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকল সুন্দরের উৎস। আমাদের জীবনের সুসময় হোক বা দুঃসময়, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার অর্থ হলো আল-হামীদকে তাঁর আপন মর্যাদায় স্বীকার করে নেওয়া। তিনি এমন এক সত্তা যাঁর প্রতিটি ফয়সালা প্রশংসার যোগ্য।

- দুআ: ও আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান কেবল আপনারই প্রাপ্য। ইয়া আল্লাহ! আমাদের এমন এক হৃদয় দান করুন যা সর্বদা আপনার প্রশংসায় মগ্ন থাকে। জীবনের কঠিনতম পরীক্ষায়ও যেন আমাদের মুখ দিয়ে কেবল আপনারই প্রশংসা বের হয়। আমাদের চরিত্রকে এমন সুন্দর ও প্রশংসনীয় করে দিন যাতে আমাদের দেখে মানুষ আপনার মহিমা অনুভব করতে পারে। হে প্রশংসিত রব! আমাদের আপনার সেই সব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা জান্নাতে আপনার হামদ বা প্রশংসার গান গাইবে। আমীন।
  আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ।

৫৭. আল-মুহসী (الْمُحْصِي - পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবকারী)
তাঁর নজর থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। তিনি বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা, গাছের প্রতিটি ঝরা পাতা এবং আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের হিসাব রাখেন। 'আল-মুহসী' সেই সত্তা যিনি আমাদের প্রতিটি নেক আমল এবং প্রতিটি গুনাহ সংখ্যায় গুনে রাখেন। আমরা হয়তো অনেক ভুল ভুলে গিয়েছি, কিন্তু তিনি তা নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করেছেন। এই চেতনা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান ও হিসাব কষে ব্যয় করতে শেখায়।

- দুআ: হে আমার রব আপনি সবকিছুর সংখ্যা ও পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক অবগত। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যা আমরা অবহেলায় কাটিয়েছি, তার জন্য আমরা ক্ষমা চাই। আমাদের করা অগণিত ছোট-বড় পাপের হিসাব আপনি রেখেছেন হে আল্লাহ, আপনার দয়ায় সেই পাপগুলো মিটিয়ে দিন। হাশরের ময়দানে আমাদের হিসাবকে সহজ করে দিন এবং আমাদের নেক আমলগুলোর পাল্লাকে আপনার রহমতে ভারী করে দিন। আমীন।

৫৮. আল-মুবদিউ (الْمُبْدِئُ - আদি স্রষ্টা ও প্রবর্তক)
কোনো পূর্ব নমুনা বা মডেল ছাড়াই যিনি প্রথমবার কোনো কিছু সৃষ্টি করেন, তিনিই আল-মুবদিউ। মহাবিশ্বের এই সুবিশাল নকশা তাঁরই মৌলিক উদ্ভাবন। তিনি শূন্য থেকে সবকিছুর সূচনা করেছেন। আমাদের জীবন এবং অস্তিত্বের প্রথম স্পন্দনটি তাঁরই হুকুমে শুরু হয়েছিল। আমাদের জীবনের প্রতিটি নতুন শুরু বা সূচনার মালিক একমাত্র তিনি।

- দুআ: আল্লাহ, আপনিইতো সবকিছুর সূচনা করেছেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের প্রতিটি নেক কাজের শুরুটা যেন কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্যই হয়। আমাদের অন্তরে ইবাদতের নতুন নতুন স্পৃহা দান করুন। হে আদি স্রষ্টা! যখন আমরা জীবনের কোনো চোরাবালিতে আটকে যাই, তখন আমাদের জন্য নতুন কোনো সফলতার পথ আপনি শুরু করে দিন। আমাদের ঈমানি জীবনের এক সুন্দর সূচনা দান করুন যা আমাদের জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মদ।

৫৯. আল-মুয়ীদু (الْمُعِيدُ - পুনরায় সৃষ্টিকারী ও প্রত্যাবর্তনকারী)
যা কিছু শেষ হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায় বা মরে যায় তাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল-মুয়ীদু-এর আছে। তিনি হাশরের দিন আমাদের পচা-গলা হাড়গুলোকেও পুনরায় জোড়া দিয়ে জীবিত করবেন। ঠিক একইভাবে, আমাদের হারিয়ে যাওয়া উদ্যম, মৃতপ্রায় ঈমান বা ভেঙে যাওয়া সম্পর্ককেও তিনিই পুনরায় জীবিত করতে পারেন। তাঁর কাছে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই।

- দুআ: হে আল্লাহ, হে আমার রব, আপনি মৃতকে পুনরায় জীবন দান করেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের মৃতপ্রায় অন্তরকে আপনার মহব্বতের নূরে পুনরায় সজীব করে দিন। আমাদের যে নেক আমলগুলো আমরা ছেড়ে দিয়েছি, সেগুলো পুনরায় শুরু করার তৌফিক দিন। হে আল্লাহ! পরকালে আমাদের যখন পুনরায় জীবিত করবেন, তখন আমাদের হাসিমুখে আপনার সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং কবরের আজাব থেকে রক্ষা করে আমাদের নতুন এক জান্নাতি জীবন দান করুন। আমীন।

৬০. আল-মুহয়ী (الْمُحْيِي - জীবনদাতা)
তিনি কেবল সৃষ্টিই করেন না, বরং প্রতিটি প্রাণে জীবনের স্পন্দন ধরে রাখেন। একটি বীজ থেকে বিশাল বৃক্ষ হওয়া কিংবা মায়ের জঠরে একটি প্রাণ সঞ্চার করা সবই আল-মুহয়ী-এর দান। তিনি আমাদের আত্মাকে হিদায়াতের মাধ্যমে জীবন দান করেন। প্রকৃত জীবন তো সেটিই, যা আল্লাহর স্মরণে সজীব থাকে। যাঁর অন্তরে আল্লাহর জিকির নেই, সে জীবিত থাকলেও মূলত মৃত।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আল-মুহয়ী; আপনি জীবন দান করেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের এই জীবনকে ঈমান ও আমলের নূরে সজীব রাখুন। আমাদের আত্মাকে গাফেলতির মৃত্যু থেকে রক্ষা করে জিকিরের মাধ্যমে জীবন দান করুন। হে জীবনদাতা রব! আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের ওপর জীবিত রাখুন এবং মৃত্যুর পর আমাদের এক অনন্ত ও শান্তিময় জান্নাতি জীবন দান করুন। আমাদের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা দূর করে সুস্থভাবে আপনার ইবাদত করার মতো দীর্ঘ জীবন দান করুন।
  আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মাদ। আমিন।

পর্ব-৭: অবিনশ্বরতা ও একত্ববাদ

✦ ✦ ✦

৬১. আল-মুমীত (الْمُمِيتُ - মৃত্যুদানকারী)
জীবন যেমন আল্লাহর দান, মৃত্যুও তাঁরই সৃষ্টি। তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো প্রাণের সমাপ্তি ঘটাতে পারে না। 'আল-মুমীত' সেই সত্তা যিনি জীবনের মায়া ছিন্ন করে আত্মাকে দেহ থেকে বিমুক্ত করেন। এই নাম আমাদের বুঝিয়ে দেয়, ক্ষমতা, সম্পদ বা যৌবন কোনো কিছুই মৃত্যুকে রুখতে পারবে না, তাই প্রস্তুতির বিকল্প নেই।

- দুআ: আপনি আল-মুমীত; প্রতিটি প্রাণের সমাপ্তি কেবল আপনার হাতে। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে মৃত্যুর স্মরণ বাড়িয়ে দিন যাতে আমরা পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। হে আমাদের মালিক! যখন আমাদের মৃত্যুর সময় আসবে, তখন আমাদের জিহ্বায় কালিমা শাহাদাত জারি রাখুন। আমাদের মৃত্যু যেন হয় সিজদাবনত অবস্থায় অথবা আপনার প্রিয় কোনো আমল করা অবস্থায়। কবরের অন্ধকার ও একাকীত্ব থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং মৃত্যুকে আমাদের জন্য আপনার সাথে সাক্ষাতের এক আনন্দময় মুহূর্ত বানিয়ে দিন। আমীন।

৬২. আল-হাইয়ু (الْحَيُّ - চিরঞ্জীব)
মহাবিশ্বের সবকিছু মরণশীল, কেবল তিনিই চিরঞ্জীব। তাঁর জীবনের কোনো শুরু নেই, কোনো শেষ নেই। তিনি তন্দ্রা বা নিদ্রার স্পর্শ থেকেও মুক্ত। আমাদের জীবন আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা যখন 'ইয়া হাইয়ু' বলে ডাকি, তখন আমরা এমন এক সত্তাকে ডাকি যাঁর ধ্বংস নেই। এই বিশ্বাস আমাদের এক চিরস্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের সন্ধান দেয়।

- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আপনি অনাদি ও অনন্তকাল ধরে জীবিত। হে চিরঞ্জীব রব! আমাদের মৃত অন্তরকে আপনার মহব্বতের মাধ্যমে চিরকাল জীবিত রাখুন। আমরা মরণশীল মানুষের ওপর নয়, বরং আপনার মতো চিরঞ্জীব সত্তার ওপর ভরসা করি। হে রব! আমাদের এমন এক জীবন দান করুন যা আপনার স্মরণে ধন্য হয় এবং পরকালে আমাদের চিরস্থায়ী জান্নাতের জীবনে দাখিল করুন যেখানে কোনো মৃত্যু নেই। আমীন।

৬৩. আল-ক্বাইয়ুম (الْقَيُّومُ - চিরস্থায়ী ও স্বনির্ভর)
তিনি কেবল নিজেই চিরস্থায়ী নন, বরং পুরো মহাবিশ্বকে তিনি একাই টিকিয়ে রেখেছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ থেকে শুরু করে আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের ব্যবস্থাপনা সবই তাঁর 'ক্বাইয়ুম' গুণের বহিঃপ্রকাশ। তিনি ক্লান্ত হন না, তিনি কাউকে ভুলে যান না। যখন আমরা অসহায় বোধ করি, তখন 'ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ুম' বলে ডাকলে আল্লাহর অসীম শক্তির সাথে আমাদের দুর্বল অস্তিত্বের সংযোগ ঘটে।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনার ওপরই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব টিকে আছে। হে মহাবিশ্বের ধারক! আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার এবং সব কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন। আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের নফসের (প্রবৃত্তির) হাতে ছেড়ে দেবেন না। ইয়া আল্লাহ! আপনার কুদরতি শক্তির আশ্রয়ে আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের ঈমান ও আমলকে আমৃত্যু সুদৃঢ় ও স্থায়ী রাখুন। আমীন ইয়া রব।

৬৪. আল-ওয়াজিদ (الْوَاجِدُ - সবকিছুর প্রাপক ও অভাবহীন)
তাঁর ভাণ্ডারে কোনো কিছুর অভাব নেই। তিনি যা চান, তা-ই তাঁর ইচ্ছায় উপস্থিত হয়। 'আল-ওয়াজিদ' সেই সত্তা যিনি হীনমন্যতা বা না-পাওয়া থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তিনি যখন যা দিতে চান, কোনো কিছুই তা আটকাতে পারে না। আমরা যখন কিছু হারিয়ে ফেলি বা ব্যর্থ হই, তখন আল-ওয়াজিদের স্মরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, স্রষ্টা চাইলে সবকিছুর ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনার ভাণ্ডার অসীম এবং আপনি অভাবমুক্ত। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে এমন তুষ্টি ও ধনাঢ্যতা দান করুন যাতে আমরা মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকি। আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার তৌফিক দিন। হে অভাবহীন রব! আমাদের জীবনের অপূর্ণতাগুলো আপনার রহমতের নিয়ামত দিয়ে পূর্ণ করে দিন এবং পরকালে আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার মাধ্যমে আমাদের চরম সার্থকতা দান করুন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মাদ। আমিন।

৬৫. আল-মাজিদ (الْمَاجِدُ - শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার অধিকারী)
এই নামটি আল্লাহর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করে। তিনি দানে যেমন উদার, গাম্ভীর্যে তেমন মহান। তাঁর প্রতিটি গুণাবলী শ্রেষ্ঠত্বের চরম শিখরে আসীন। 'আল-মাজিদ' গুণের স্মরণে মুমিনের হৃদয়ে এক অদ্ভুত পবিত্র গাম্ভীর্য ও বিনয় তৈরি হয়। এটি আমাদের শেখায় যে, দুনিয়ার সব চাকচিক্য তুচ্ছ, কেবল তাঁর মহিমাই অবিনশ্বর।

- দুআ: ইয়া আল্লাহ, যাবতীয় গৌরব ও আভিজাত্য কেবল আপনারই সাজে। হে মহিমান্বিত রব! আমাদের জীবনকে আপনার ইবাদতের মাধ্যমে অর্থবহ ও মর্যাদাবান করুন। দুনিয়ার হীন মরীচিকার পেছনে আমাদের সময় নষ্ট করতে দেবেন না। আমাদের অন্তরকে আপনার শ্রেষ্ঠত্বের নূরে আলোকিত করুন এবং আমাদের শেষ নিঃশ্বাস যেন আপনার নামের জিকির করতে করতে বের হয় সেই তৌফিক দান করুন। আমীন ইয়া রব।

৬৬. আল-ওয়াহিদ (الْوَاحِدُ - এক ও অদ্বিতীয়)
তিনি সত্তায় এক, গুণাবলীতে এক এবং কার্যাবলীতে এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, কোনো সহায়ক নেই। এই নাম আমাদের শেখায় যে, মহাবিশ্বের এই সুবিশাল শৃঙ্খলা কেবল একজনই নিয়ন্ত্রণ করছেন। যখন আমাদের জীবনে অনেকগুলো পথ খুলে যায় এবং আমরা দ্বিধায় পড়ি, তখন 'আল-ওয়াহিদ'-এর স্মরণ আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে একজনের দিকেই নিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। তিনি এক বলেই আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনি আল-ওয়াহিদ; আপনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তরে খাঁটি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করুন এবং শিরকের সূক্ষ্মতম কলঙ্ক থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের ইবাদত, আমাদের ত্যাগ এবং আমাদের জীবন যেন কেবল আপনার জন্যই নিবেদিত হয়। হে এক ও অদ্বিতীয় রব! পরকালে যখন সবাই ইয়া নফসি-ইয়া নফসি করবে, সেদিন আপনার একক সত্তার দয়ায় আমাদের মুক্তি দান করুন। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যীনা মুহাম্মাদ। আমিন।

৬৭. আল-আহাদ (الْأَحَدُ - চিরন্তন অদ্বিতীয়)
'আল-ওয়াহিদ' এবং 'আল-আহাদ' এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য হলো ওয়াহিদ মানে এক, আর আহাদ মানে এমন এক যাকে আর কোনোভাবে ভাগ করা যায় না, যাঁর সমকক্ষ কেউ কোনোদিন ছিল না এবং হবেও না। এটি আল্লাহর নিরঙ্কুশ অদ্বিতীয়তাকে প্রকাশ করে। এই নামের মাঝেই সূরা ইখলাসের নির্যাস লুকিয়ে আছে। এটি আমাদের শেখায় যে, স্রষ্টা কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করেন না, বরং সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল।

- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আপনার কোনো সমকক্ষ নেই, আপনার কোনো সন্তান বা পিতা নেই। হে অদ্বিতীয় রব! আমাদের মন থেকে দুনিয়ার সব মিথ্যা মাবুদের ভয় দূর করে দিন। আমাদের আপনার এমন মুখাপেক্ষী করুন যা আমাদের অন্য মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। ইয়া আহাদ! আমাদের শেষ নিঃশ্বাস যেন আপনার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিতে দিতে বের হয় এবং আমাদের কবরের প্রথম রাতটি আপনার নূরে আলোকিত করে দিন। আমীন আমীন আমীন ইয়া রব।

৬৮. আস-সামাদ (الصَّمَدُ - অমুখাপেক্ষী ও পরম আশ্রয়দাতা)
আস-সামাদ সেই সত্তা যাঁর কাছে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু তাদের অভাব ও প্রয়োজনে হাত পাতে, কিন্তু তিনি কারো অভাবী নন। তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। যখন আমরা বিপদে পড়ি, তখন আমরা আস-সামাদ-এর দিকেই ফিরে তাকাই। তিনি এমন এক আধার যাঁর ভেতরে কোনো শূন্যতা নেই, যাঁর ক্ষমতায় কোনো ঘাটতি নেই। তিনি আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র শেষ ঠিকানা।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু আমরা সবাই আপনার কাঙাল। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অভাব ও প্রয়োজনগুলো আপনার অসীম ভাণ্ডার থেকে পূরণ করে দিন। আমাদের মানুষের দয়ার ওপর নির্ভরশীল করবেন না। হে পরম আশ্রয়দাতা! দুনিয়ার এই ঝড়ো হাওয়ায় আপনি আমাদের নিরাপদ দুর্গ হয়ে যান। আপনার কাছে আমাদের সব চাওয়া সোপর্দ করলাম; আপনি দয়া করে আমাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। আমীন ইয়া আল্লাহ।

৬৯. আল-ক্বাদির (الْقَادِرُ - সর্বশক্তিমান ও সামর্থ্যবান)
তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তাঁর সামর্থ্যের কোনো সীমা নেই। একটি মৃত বীজ থেকে প্রাণের সঞ্চার করা কিংবা নক্ষত্রকে ধ্বংস করে নতুন গ্যালাক্সি তৈরি করা সবই তাঁর 'ক্বাদির' গুণের প্রমাণ। মানুষ যখন মনে করে "এটা অসম্ভব", আল-ক্বাদির তখন মুমিনের হৃদয়ে বিশ্বাস জাগান যে, "আল্লাহর জন্য সবই সম্ভব"।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনার ক্ষমতার কাছে মহাবিশ্ব নতজানু। হে সর্বশক্তিমান রব! আমাদের জীবনের কঠিন সমস্যাগুলোকে আপনার কুদরতে সহজ করে দিন। আমরা যখন অসহায় বোধ করি, তখন আপনার অসীম সামর্থ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের ভাগ্যে যা কল্যাণকর তা নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার ক্ষমতার বদৌলতে আমাদের পরকালের কঠিন আজাব থেকে রক্ষা করে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমীন।

৭০. আল-মুক্বতাদির (الْمُقْتَدِرُ - প্রবল প্রভাবশালী ও সর্বজয়ী)
'আল-ক্বাদির' মানে ক্ষমতা রাখা, আর 'আল-মুক্বতাদির' মানে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সবকিছুর ওপর বিজয়ী হওয়া। তিনি যখন কোনো ফয়সালা করেন, কেউ তা রোধ করতে পারে না। তাঁর প্রভাব, সৃষ্টির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান। দুনিয়ার বাহ্যিক কোনো শক্তিই আল্লাহর ইচ্ছার ঊর্ধ্বে নয়। যখন আমরা অন্যায়ের শিকার হই, তখন আল-মুক্বতাদিরের কাছে বিচার চাইলে তিনি তাঁর প্রবল শক্তিতে আমাদের জয়ী করেন।
- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি আল-মুক্বতাদির; আপনার ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর কারো হাত নেই। ইয়া আল্লাহ! আমাদের ওপর কোনো জালেম বা অত্যাচারীকে বিজয়ী করবেন না। আমাদের জীবনের বাধাগুলো আপনার সর্বজয়ী ক্ষমতার মাধ্যমে দূর করে দিন। হে প্রবল প্রতাপশালী রব! আমাদের দুর্বল ঈমানকে আপনার কুদরতে শক্তিশালী করে দিন এবং হাশরের ময়দানে যেদিন আপনার প্রতাপ প্রকাশিত হবে, সেদিন আপনার পরম ছায়ায় আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

পর্ব-৮: সময়ের মালিক ও অধিপতি
✦ ✦ ✦

৭১. আল-মুকাদ্দিম (الْمُقَدِّمُ - অগ্রবর্তীকারী)
তিনি যাকে চান তাকে সম্মানে, মাকামে বা সময়ের হিসেবে এগিয়ে দেন। কোনো কাজে কে আগে আসবে এবং কার সাফল্য আগে আসবে, তা তিনিই নির্ধারণ করেন। আমাদের চেষ্টা কেবল মাধ্যম মাত্র; প্রকৃত অগ্রগতি আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। যখন আমরা জীবনে পিছিয়ে পড়ি বলে মনে হয়, তখন আল-মুকাদ্দিমের কাছে চাইলে তিনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে দেন।
- দুআ: আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা অগ্রবর্তী করেন। হে আল্লাহ! আমাদের নেক আমল এবং হিদায়াতের পথে এগিয়ে দিন। আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ক্যারিয়ার ও দ্বীনি কাজে সফলতা দান করুন। হে অগ্রবর্তীকারী রব! আমাদের এমন অগ্রগামিতা দান করুন যা আমাদের জান্নাতের উচ্চ মাকামে পৌঁছাতে সাহায্য করে এবং আমাদের অলসতা ও স্থবিরতা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

৭২. আল-মুআখখির (الْمُؤَخِّرُ - পশ্চাৎবর্তীকারী বা বিলম্বে প্রদানকারী)
এটি আল-মুকাদ্দিমের বিপরীত গুণ। তিনি প্রজ্ঞার খাতিরে কাউকে পিছিয়ে দেন বা কোনো কিছু দিতে দেরি করেন। অনেক সময় আমাদের মনে হয় আমাদের দুআ কবুল হচ্ছে না বা আমরা পিছিয়ে পড়ছি, কিন্তু আল-মুআখখির জানেন যে দেরিতে পাওয়ার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ লুকিয়ে আছে। তিনি অহংকারী ও অবাধ্যদের শাস্তিকে বিলম্বে দেন যাতে তারা তওবা করার সুযোগ পায়।
- দুআ: হে আমার রব, আপনার প্রতিটি বিলম্বের পেছনে এক নিগূঢ় প্রজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ! আমাদের যা কিছু দিতে দেরি করছেন, তাতে আমাদের ধৈর্য দান করুন। আমাদের অকল্যাণকর কাজে আপনি আমাদের পিছিয়ে দিন এবং গোনাহের কাজে আমাদের পথে অন্তরায় তৈরি করে দিন। হে পরম ধৈর্যশীল রব! আমাদের তওবা কবুল করুন এবং আখেরাতের কঠিন শাস্তি আমাদের জন্য চিরতরে পিছিয়ে দিন অর্থাৎ মাফ করে দিন। আমীন আমীন আমীন।

৭৩. আল-আউয়াল (الْأَوَّلُ - অনাদি ও প্রথম)
যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। সময়ের শুরু হয়েছে তাঁর মাধ্যমে, কিন্তু তাঁর কোনো শুরু নেই। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পূর্বেও তিনি একক সত্তা হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন। আর তাই, আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজের শুরুতে আল্লাহকে রাখা উচিত। তিনি আমাদের অস্তিত্বের মূল কারণ।

- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আপনিতো আল-আউয়াল; সবকিছুর সূচনার আগে আপনিই ছিলেন। ইয়া রব! আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি কাজের শুরুতে আপনার স্মরণ নসিব করুন। আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন যাতে আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূলে কেবল আপনার সন্তুষ্টি থাকে। হে আদি রব! আমাদের জীবনের শুরুটা যেমন আপনার রহমতে হয়েছিল, এর প্রতিটি মুহূর্ত যেন আপনার আনুগত্যে কাটে সেই তৌফিক দিন। আমীন ইয়া রব্বুল আলামিন।

৭৪. আল-আখির (الْآخِرُ - অনন্ত ও শেষ)
যখন এই মহাবিশ্বের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, নক্ষত্রগুলো নিভে যাবে তখনও কেবল তিনিই থাকবেন। তাঁর কোনো শেষ নেই। আমরা সবাই তাঁর দিকেই ফিরে যাব। আর আল-আখির নামটি আমাদের মৃত্যুর কথা এবং সবকিছুর নশ্বরতার কথা মনে করিয়ে দেয়। তাইতো অস্থায়ী দুনিয়ার মোহে না পড়ে চিরস্থায়ী সত্তার সাথে সম্পর্ক মজবুত করা উচিত।

- দুআ: হে আমার আল্লাহ, সবকিছুর সমাপ্তির পর কেবল আপনিই অবশিষ্ট থাকবেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের শেষ পরিণতি সুন্দর করুন। আমাদের মৃত্যু যেন হয় ঈমানের সাথে। যখন আমরা দুনিয়া ত্যাগ করব, তখন আমাদের শেষ কথা যেন হয় আপনার প্রিয় কালাম। হে অনন্ত রব! কিয়ামতের দিন যখন সব শেষ হয়ে যাবে, তখন আপনার সান্নিধ্যে আমাদের ঠাঁই দিন। আমীন।

৭৫. আজ-জাহির (الظَّاهِرُ - প্রকাশ্য)
তাঁর অস্তিত্ব সৃষ্টির প্রতিটি কোণায় প্রকাশিত। আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র এবং মানুষের নিখুঁত গঠন তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষী দেয়। তিনি তাঁর নিদর্শনের মাধ্যমে নিজেকে সবার সামনে প্রকাশ করেছেন। যারা অন্তর দিয়ে দেখে, তারা সবকিছুর মাঝেই আল্লাহর কুদরত প্রত্যক্ষ করে। তিনি প্রমাণের দিক থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনার নিদর্শন মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রকাশিত। ইয়া আল্লাহ! আমাদের চোখের পর্দা সরিয়ে দিন যাতে আমরা আপনার সৃষ্টিতে আপনার মহিমা দেখতে পাই। আমাদের বাহ্যিক আমলগুলোকে সুন্দর ও খাঁটি করুন। হে প্রকাশ্য রব! আমাদের এমনভাবে গড়ে তুলুন যাতে আমাদের কাজ ও চরিত্রের মাধ্যমে আপনার দ্বীনের সৌন্দর্য মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। আমীন।

৭৬. আল-বাতিন (الْبَاطِنُ - পরম গোপন ও অন্তঃস্থ)
'আজ-জাহির' যেমন প্রকাশ্য, 'আল-বাতিন' তেমনি গোপন। তিনি আমাদের চোখের আড়ালে থেকেও আমাদের অস্তিত্বের চেয়েও কাছে। তিনি আমাদের হৃদয়ের গোপনতম প্রকোষ্ঠের খবর রাখেন, যা আমরা কাউকে বলি না। তিনি তাঁর কুদরতের মাধ্যমে পর্দার আড়ালে থেকে পুরো মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন। বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে অন্তরের পবিত্রতা আল্লাহর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আমাদের মনের প্রতিটি লুকানো চিন্তা আপনার কাছে স্পষ্ট। হে আল্লাহ! আমাদের গোপন জীবনকে (সিরর) আপনার মারেফাতের নূরে আলোকিত করুন। আমাদের অন্তরে লুকিয়ে থাকা রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব), হিংসা এবং নেতিবাচক চিন্তাগুলো ধুয়ে মুছে সাফ করে দিন। হে পরম গোপন রব! আপনার সাথে আমাদের এক নিবিড় ও গোপন সম্পর্কের স্বাদ দান করুন যা দুনিয়ার কেউ জানবে না, কেবল আপনি আর আমি জানব। আমীন ইয়া রব।

৭৭. আল-ওয়ালী (الْوَالِي - পরম অধিপতি ও পরিচালক)
তিনি মহাবিশ্বের একমাত্র অধিপতি যিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন। প্রতিটি ছোট-বড় ঘটনা তাঁরই হুকুমে ঘটে। তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি মোড় এবং প্রতিটি বাঁককে সুনিপুণভাবে পরিচালনা করছেন। যখন আমরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি, তখন আল-ওয়ালী-এর শরণাপন্ন হওয়া উচিত, কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ আমাদের জীবনের নৌকার সঠিক মাঝি হতে পারেন না।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি আমাদের জীবনের সকল বিষয়ের একমাত্র পরিচালক। ইয়া রব! আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ আপনার কুদরতি হাতে তুলে নিন। আমাদের এমন পথে পরিচালিত করুন যা আপনার সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়। হে আমাদের অধিপতি! আমাদের পরিবার, আমাদের কর্মস্থল এবং আমাদের ভবিষ্যৎকে আপনার জিম্মায় রাখুন। আপনার উত্তম পরিচালনার মাধ্যমে আমাদের সব সংকট সহজ করে দিন। আমীন। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মাদ। আমিন।

৭৮. আল-মুতা'আলী (الْمُتَعَالِي - সর্বোচ্চ ও সুমহান)
সৃষ্টির কোনো কল্পনা বা চিন্তা তাঁর উচ্চতা স্পর্শ করতে পারে না। তিনি যাবতীয় ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা এবং মানুষের ধারণার ঊর্ধ্বে। কোনো ক্ষমতা বা কোনো শক্তি তাঁর মর্যাদাকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারে না। তিনি এমন এক সুউচ্চ সত্তা যাঁর সামনে পাহাড়-সমুদ্র এমনকি নক্ষত্ররাজিও ধূলিকণার মতো ক্ষুদ্র। একমাত্র আল্লাহই নিরঙ্কুশ বড়ত্বের অধিকারী।
- দুআ: হে আল্লাহ, আপনি আল-মুতা'আলী; আপনার শান ও মর্যাদা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। হে সর্বোচ্চ রব! আমাদের অন্তরকে দুনিয়ার নিচু চিন্তা ও তুচ্ছ মোহ থেকে মুক্ত করে উচ্চ মার্গের ঈমান দান করুন। আমাদের নফসের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্তি দিন যাতে আমরা কেবল আপনার মতো সুউচ্চ সত্তার সামনেই মাথা নত করতে পারি। ইয়া আল্লাহ! আপনার মহান মর্যাদার উসিলায় আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে সুউচ্চ সম্মান দান করুন। আমীন ইয়া রব।

৭৯. আল-বার্রু (الْبَرُّ - পরম কল্যাণময় ও অনুগ্রহকারী)
তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং দয়ালু। 'বার্রু' মানে এমন এক সত্তা যাঁর প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। আমরা যখন তাঁর নাফরমানি করি, তখনও তিনি আমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহের হাত সরিয়ে নেন না। তিনি আমাদের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা দেন এবং আমাদের সামান্য নেক আমলকেও অসামান্য কল্যাণে রূপান্তর করেন। তিনি আমাদের জন্য সর্বদা সহজসাধ্য কিছু চান, কঠিন কিছু নয়।
- দুআ: আল্লাহ, আপনার করুণা ও অনুগ্রহের কোনো শেষ নেই। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার বিশেষ কল্যাণ (বারাকাহ) দান করুন। আমাদের জন্য দ্বীনের পথকে সহজ করে দিন এবং আমাদের এমন এক মন দান করুন যা সর্বদা আপনার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করে। হে পরম কল্যাণময়! আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপাবেন না যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে এবং আপনার দয়ার চাদরে আমাদের সবসময় আগলে রাখুন। আমীন।

৮০. আত-তাউয়াব (التَّوَّابُ - তওবা কবুলকারী ও প্রত্যাবর্তনকারী)
মানুষ ভুল করে, গুনাহ করে, পথ হারায়। কিন্তু আল্লাহ বারবার তওবার দরজা খুলে দেন। 'আত-তাউয়াব' সেই সত্তা যিনি কেবল তওবা কবুলই করেন না, বরং বান্দার হৃদয়ে তওবা করার ইচ্ছাও জাগ্রত করেন। তিনি বারবার ফিরে আসা বান্দাদের ভালোবাসেন। আমরা যত বড় গুনাহই করি না কেন, তাঁর ক্ষমার দরজা আমাদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। তিনি রাগ করার চেয়ে ক্ষমা করতে বেশি পছন্দ করেন।
- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের তওবা কবুল করে আমাদের পুনরায় আপনার কাছে টেনে নেন। আমাদের নফস আমাদের ধোঁকা দেয়, আমরা বারবার ভুল করি। হে রব আপনি আপনার দয়ায় আমাদের তওবা নসিব করুন। আমাদের এমন এক ‘তওবাতুন নাসুহা’ বা খাঁটি তওবা দান করুন যা আমাদের গুনাহমুক্ত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। হে পরম ক্ষমাকারী! আমাদের বিগত জীবনের সব পাহাড়সম গুনাহ মিটিয়ে দিন এবং আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন আমীন ইয়া আল্লাহ।

পর্ব-৯: ন্যায়বিচার, জ্যোতি ও ধৈর্যের পূর্ণতা

✦ ✦ ✦

৮১. আল-মুনতাক্বিম (الْمُنْتَقِمُ - প্রতিশোধ গ্রহণকারী)
তিনি সেই সত্তা যিনি অহংকারী, অবাধ্য এবং নিরপরাধ মানুষের ওপর জুলুমকারীদের শাস্তি দেন। আল্লাহর এই 'প্রতিশোধ' মানুষের মতো রাগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরং এটি তাঁর পরম ন্যায়বিচারের অংশ। যখন দুনিয়ার কোথাও বিচার পাওয়া যায় না, তখন 'আল-মুনতাক্বিম' মজলুমের সহায় হয়ে দাঁড়ান। অন্যের ওপর জুলুম করে কেউ পার পাবে না, প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতেই হবে।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি চূড়ান্ত ন্যায়বিচারক। আমাদের নফস বা প্রবৃত্তির ধোঁকা থেকে আমাদের রক্ষা করুন ইয়া আল্লাহ! যাতে আমরা নিজেরাও নিজেদের ওপর জুলুম না করি। আমাদের অন্যের হক নষ্ট করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। হে পরম বিচারক! যারা আপনার দ্বীনের এবং আপনার অসহায় বান্দাদের ওপর জুলুম করছে, আপনার কুদরতের দ্বারা তাদের সঠিক বিচার দান করুন এবং আমাদের জালেমদের হাত থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

৮২. আল-আফুউ (الْعَفُوُّ - পরম মার্জনাকারী ও পাপ মোচনকারী)
'গফুর' মানে গুনাহ গোপন করা, কিন্তু 'আফুউ' মানে গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেওয়া যেন তার কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকে। তিনি যখন মাফ করেন, তখন আমলনামা থেকে সেই পাপের দাগটিই মুছে ফেলেন, এমনকি কিয়ামতের দিনও সেই পাপের জন্য লজ্জিত করবেন না। তাঁর ক্ষমা সাগরের বিশালতার চেয়েও বড়। তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন এবং বান্দাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেন।

- দুআ: আপনি আল-আফুউ ইয়া রব; আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, তাই আমাদের ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অগণিত ভুল-ভ্রান্তি আপনার রহমতের চাদরে এমনভাবে ঢেকে দিন যেন কাল হাশরের ময়দানে আমাদের লজ্জায় মাথা নিচু করতে না হয়। হে পরম মার্জনাকারী! আমাদের হৃদয়ে এমন উদারতা দান করুন যাতে আমরাও মানুষের ভুলগুলোকে মাফ করতে পারি এবং আপনার ক্ষমার শীতলতায় আমাদের জীবন সার্থক করতে পারি। আমীন।

৮৩. আর-রাউফ (الرَّؤُوفُ - অতি সদয় ও করুণাময়)
'রাউফ' হলো দয়া ও মমতার চরম বহিঃপ্রকাশ। এটি এমন এক করুণা যা বান্দাকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য বর্ষিত হয়। তিনি আমাদের ওপর এমন কোনো বোঝা চাপান না যা আমাদের সাধ্যের বাইরে। তিনি আমাদের প্রতি এতই সদয় যে, আমরা গুনাহ করার পরও তিনি আমাদের রিযিক বন্ধ করেন না এবং আমাদের তওবার সুযোগ দিতে থাকেন। তাঁর মমতা মায়ের মমতাসহ সবকিছুর চেয়েও কোটি কোটি গুণ বেশি।

- দুআ: ও আল্লাহ, আপনার করুণার স্পর্শে আমাদের রুক্ষ জীবন সজীব হয়। ইয়া আল্লাহ! আমাদের ওপর আপনার বিশেষ মায়া ও মমতা বর্ষণ করুন। দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন কঠিন পরীক্ষা থেকে আমাদের সহজ মুক্তি দিন। হে পরম সদয় রব! আমাদের জীবনের কঠিন সময়গুলোতে আপনার মমতার ছায়া আমাদের সঙ্গী করুন এবং আমাদের মনকে আপনার স্মরণে সিক্ত রাখুন, যেন আমরা কখনো আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেই। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মাদ। আমিন।

৮৪. মালিকুল মুলক (مَالِكُ الْمُلْكِ - সমগ্র জগতের অধিপতি)
এই মহাবিশ্বের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান যা কিছু আছে, সবকিছুর প্রকৃত রাজত্ব কেবল তাঁরই। তিনি যখন যাকে চান রাজ্য দান করেন এবং যাঁর কাছ থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন। ক্ষমতা, সম্পদ বা প্রতিপত্তি কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। এই বিশ্বাস মানুষের মন থেকে ক্ষমতার অহংকার দূর করে এবং নিঃস্ব অবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শেখায়।

- দুআ: হে আমার আল্লাহ, আপনি রাজাধিরাজ। আপনি আমাদের যা কিছু দান করেছেন জীবন, সম্পদ বা সন্তান সবই আপনার আমানত। আমাদের এই আমানতের সঠিক মর্যাদা রক্ষা করার তৌফিক দিন। হে জগতের মালিক! আমাদের আপনার রাজত্বের একনিষ্ঠ গোলাম হিসেবে কবুল করুন। দুনিয়ার কোনো ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতা যেন আমাদের অন্ধ না করে দেয় এবং পরকালে আপনার চিরস্থায়ী জান্নাতের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের কবুল করুন। আমীন।

৮৫. যুল জালালি ওয়াল ইকরম (ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - মহিমা ও মহানুভবতার অধিকারী)
এটি আল্লাহর এমন এক পূর্ণাঙ্গ নাম যা একদিকে তাঁর গাম্ভীর্য ও বড়ত্বকে (জালাল) বোঝায়, অন্যদিকে তাঁর দয়া ও উদারতাকে (ইকরম) প্রকাশ করে। তিনি এমন এক সত্তা যাঁর ভয়ে অন্তর কাঁপে আবার যাঁর ভালোবাসায় হৃদয় জুড়ায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই নাম ধরে বেশি বেশি দুআ করতে উৎসাহিত করেছেন। এটি আল্লাহর সব গুণের এক অপূর্ব সমন্বয়।

- দুআ: ইয়া রব, আপনি একমাত্র যুল জালালি ওয়াল ইকরম; যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান কেবল আপনারই। ইয়া আল্লাহ! আপনার বড়ত্ব ও মহিমার কাছে আমরা তুচ্ছ ও নগন্য। আমাদের ইবাদতগুলোকে আপনার শানের উপযুক্ত করে কবুল করুন। হে পরম সম্মানিত রব! আপনার উদারতা ও মহানুভবতার উসিলায় আমাদের জীবনের সব অপূর্ণতা পূর্ণ করে দিন এবং আপনার সুন্দরতম নূর দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের নসিব করুন। আমীন।

৮৬. আল-মুকসিত (الْمُقْسِطُ - ন্যায়পরায়ণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী)
তিনি সেই সত্তা যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখেন। তাঁর বিচারে কোনো স্বজনপ্রীতি নেই, কোনো অবিচার নেই। তিনি শোষিতের অধিকার ফিরিয়ে দেন এবং শোষককে তার উপযুক্ত প্রতিফল দান করেন। জীবনের সব কাজে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করা একজন মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনার ন্যায়বিচারের ওপরই এই মহাবিশ্ব টিকে আছে। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ন্যায়ের চেতনা জাগ্রত করে দিন যাতে আমরা কারও ওপর জুলুম না করি এবং নিজেরাও জুলুমের শিকার না হই। আমাদের পরিবার ও সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দিন। হে পরম ভারসাম্য রক্ষাকারী! হাশরের ময়দানে আমাদের আমলনামা যখন মাপা হবে, তখন আপনার দয়া ও ইনসাফের মাধ্যমে আমাদের নাজাত দান করুন। আমীন ইয়া রব।

৮৭. আল-জামি' (الْجَامِعُ - একত্রকারী)
তিনি সেই সত্তা যিনি বিচ্ছিন্ন সব বস্তুকে একত্র করেন। তিনি হাশরের ময়দানে কোটি কোটি মানুষকে ধুলিকণা থেকে পুনরায় একত্রিত করবেন। আধ্যাত্মিকভাবে, তিনি আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করতে পারেন এবং ভেঙে যাওয়া সম্পর্কগুলোকে পুনরায় জোড়া দিতে পারেন। যা কিছু হারিয়ে গেছে, 'আল-জামি' চাইলে মুহূর্তেই তা আপনার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

- দুআ: আপনি আল-জামি'; আপনিই কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের বিচ্ছিন্ন পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে ভালোবাসা ও ঐক্য তৈরি করে দিন। আমাদের মন দুনিয়ার নানা দুশ্চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আপনি আপনার স্মরণে আমাদের মনকে একত্র ও স্থির করে দিন। হে পরম একত্রকারী! জান্নাতে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এবং আমাদের নেককার পূর্বপুরুষদের সাথে আমাদের পুনর্মিলন করিয়ে দিন। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়্যীনা মুহাম্মাদ।

৮৮. আল-গণি (الْغَنِيُّ - পরম অভাবমুক্ত ও ধনী)
তিনি অমুখাপেক্ষী। পুরো পৃথিবী যদি তাঁর ইবাদত ছেড়ে দেয়, তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। মহাবিশ্বের সব সম্পদ তাঁরই। 'আল-গণি' সেই সত্তা যাঁর কাছে চাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু যাঁর কাছ থেকে সবাই চায়।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনি অভাবমুক্ত আর আমরা সবাই আপনার মুখাপেক্ষী। ইয়া আল্লাহ! আমাদের অন্তরে এমন এক স্বচ্ছলতা দান করুন যাতে আমরা দুনিয়ার কোনো মোহে পড়ে পথভ্রষ্ট না হই। আমাদের আপনার মুখাপেক্ষী বানিয়ে অন্য সব সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দিন। হে পরম ঐশ্বর্যবান রব! আমাদের রিযিক ও ঈমানে বরকত দিন এবং আমাদের লুব্ধ মনকে আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে শান্ত ও অভাবমুক্ত করে দিন। আমীন ইয়া রব।

৮৯. আল-মুগনী (الْمُغْنِي - অভাবমোচনকারী ও সমৃদ্ধিদাতা)
'আল-গণি' যেমন নিজে ধনী, 'আল-মুগনী' তেমনি অন্যকে ধনী বা অভাবমুক্ত করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদ দেন, যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দেন এবং যাকে ইচ্ছা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দিয়ে ধন্য করেন। জীবনের যেকোনো শূন্যতা কেবল তিনিই পূর্ণ করতে পারেন। যখন কেউ নিজেকে নিঃস্ব মনে করে, তখন আল-মুগনী তার হৃদয়ে এক ঐশ্বরিক প্রাচুর্য ঢেলে দেন।

- দুআ: হে আমার আল্লাহ, আপনার ভাণ্ডার থেকে আপনি যাকে ইচ্ছা অঢেল দান করেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জীবনের সব অভাব ও অসম্পূর্ণতা আপনার বিশেষ রহমতে পূর্ণ করে দিন। আমাদের দুহাত আপনার দয়ার সম্পদে ভরে দিন। হে সমৃদ্ধিদাতা! আমাদের এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করুন যা আমাদের পরকালের পাথেয় হয় এবং আমাদের রিযিকে এমন বরকত দিন যাতে আমরা আপনার পথে দুহাত খুলে ব্যয় করতে পারি। আমীন ইয়া রব্বুল আলামিন।

৯০. আল-মানি' (الْمَانِعُ - প্রতিরোধকারী ও রক্ষক)
তিনি যাকে দিতে চান না, কেউ তাকে দিতে পারে না। আবার তিনি যা থেকে আমাদের রক্ষা করতে চান, কোনো বিপদ সেখানে পৌঁছাতে পারে না। অনেক সময় আমরা কোনো কিছু না পেয়ে দুঃখ পাই, কিন্তু 'আল-মানি' আসলে অকল্যাণ থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্যই তা আটকে দেন। তাঁর না-দেওয়াটাও এক প্রকার দান, যা আমরা পরে বুঝতে পারি।
- দুআ: ও আল্লাহ, আপনি আল-মানি'; আপনার অনুমতি ছাড়া কোনো পাতা নড়তে পারে না। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য যা অকল্যাণকর, তা থেকে আমাদের ফিরিয়ে রাখুন এবং আমাদের দূরে সরিয়ে দিন। শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং দুশ্চরিত্র মানুষের শত্রুতা থেকে আপনি আমাদের আড়াল করে রাখুন। হে পরম রক্ষক! আমাদের নফসকে গোনাহের কাজ থেকে প্রতিরোধ করুন এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে আপনার অদৃশ্য হেফাজতের চাদর দিয়ে আমাদের ঢেকে রাখুন। আমীন।

৯১. আদ-দার্রু (الضَّارُّ - ক্ষতিদানকারী/বিপদদাতা)
তিনি সেই সত্তা যিনি পরীক্ষা বা দণ্ড হিসেবে কোনো ক্ষতি বা কষ্ট দিতে পারেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো অমঙ্গল আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। তিনি যখন কাউকে সংকটে ফেলেন, তখন তা মূলত তাকে সংশোধন করার জন্য বা তার ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্য।
- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আপনি ছাড়া ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই। ইয়া আল্লাহ! আমাদের ওপর এমন কোনো বিপদ দেবেন না যা আমাদের সহ্যক্ষমতার বাইরে। আমাদের জীবনের সকল অকল্যাণ আপনার কুদরতে দূর করে দিন এবং আমাদের কষ্টগুলোকে গুনাহ মাফের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।

৯২. আন-নাফি' (النَّافِعُ - কল্যাণকারী/উপকারদাতা)
প্রকৃত কল্যাণ কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই আসে। যা কিছু আমাদের উপকারে আসে সুস্থতা, জ্ঞান, সুখ বা সম্পদ সবই আন-নাফি'-এর দান। আমরা যখন 'ইয়া নাফি' বলে ডাকি, তখন আমরা সমস্ত মঙ্গলের মূল উৎসের কাছে প্রার্থনা করি।
- দুআ: ইয়া নাফি'; আপনার দয়া ছাড়া কেউ আমাদের উপকার করতে পারে না। আমাদের জীবনে এমন রিযিক, এমন জ্ঞান এবং এমন সঙ্গ দান করুন যা আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ বয়ে আনে। আমাদের প্রতিটি কাজকে আপনার সৃষ্টির জন্য উপকারী করে দিন। আমীন।

৯৩. আন-নূর (النُّورُ - জ্যোতি/আলো)
তিনি আসমান ও জমিনের আলো। তাঁর নূর ছাড়া এই মহাবিশ্ব অন্ধকার, তাঁর হিদায়াত ছাড়া আমাদের জীবন অন্ধকার। আন-নূর সেই সত্তা যিনি আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করেন এবং কবরের অন্ধকার রওশন করেন।
- দুআ: ও আল্লাহ, আপনার জ্যোতিতে মহাবিশ্ব উদ্ভাসিত। আমাদের অন্তরে আপনার ঈমানের নূর জ্বালিয়ে দিন। আমাদের চোখে, কানে, জিহ্বায় এবং আমাদের কবরে নূর দান করুন। কিয়ামতের বিভীষিকাময় অন্ধকারে আপনার আরশের নূর দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দিন। আমীন।

৯৪. আল-হাদী (الْهَادِي - পথপ্রদর্শক)
হিদায়াত বা সঠিক পথ কেবল তিনিই দেখান। হাজার চেষ্টার পরও মানুষ পথভ্রষ্ট হতে পারে যদি আল-হাদী তাকে হাত ধরে সঠিক পথে না রাখেন। এই অস্থির পৃথিবীতে যখন আমরা দিশেহারা হই, তখন এই নাম আমাদের অন্তরে স্থিরতা দেয়।

- দুআ: আল্লাহ, আপনিতো আল-হাদী; আপনার পথনির্দেশ ছাড়া আমরা বিভ্রান্ত। আমাদের সরল পথে (সিরাতে মুস্তাকীম) অবিচল রাখুন। আমাদের প্রবৃত্তির ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে আপনার প্রিয় বান্দাদের পথে পরিচালিত করুন। আমৃত্যু হিদায়াতের ওপর আমাদের কদম সুদৃঢ় রাখুন। আমীন ইয়া রব।

৯৫. আল-বাদী' (اَلْبَدِيعُ - অতুলনীয় স্রষ্টা)
তিনি এমন এক স্রষ্টা যিনি কোনো পূর্ব নমুনা ছাড়াই অপূর্ব সব সৃষ্টি তৈরি করেছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি অভিনব এবং তুলনাহীন। আল-বাদী' আমাদের জীবনের ভাঙা স্বপ্নগুলোকেও নতুন রূপে ও অপূর্ব সৌন্দর্যে সাজিয়ে দিতে পারেন।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনার সৃষ্টির কারুকাজ অতুলনীয়। হে মহান উদ্ভাবক! আমাদের জীবনকে আপনার ইবাদতের সৌন্দর্যে সাজিয়ে দিন। আমাদের চরিত্রে এমন মাধুর্য দান করুন যা আপনার সৃষ্টির সেবায় কাজে লাগে। আমাদের ধ্বংসপ্রায় জীবনকে আপনার কুদরতে নতুন ও সুন্দর রূপে গড়ে দিন। আমীন।

৯৬. আল-বাক্বী (اَلْبَاقِي - চিরস্থায়ী/অবিনশ্বর)
সবকিছু ধ্বংস হবে, কেবল আল-বাক্বী থাকবেন। আমাদের এই শরীর, সম্পদ আর সম্পর্কের মায়া একদিন শেষ হবে। কেবল চিরস্থায়ী সত্তার সাথে করা সম্পর্কই চিরকাল টিকে থাকবে।

- দুআ: আল্লাহ, আপনি ছাড়া সব নশ্বর। ইয়া রব! আমাদের এমন আমল করার তৌফিক দিন যার সওয়াব আপনার কাছে চিরস্থায়ী হয়। এই অস্থায়ী দুনিয়ার মোহে আমাদের ডুবিয়ে দেবেন না। আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে আমাদের আপনার সান্নিধ্য নসিব করুন। আমীন।

৯৭. আল-ওয়ারিস (اَلْوَارِثُ - চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী)
দুনিয়ার সব মালিকানা একদিন শেষ হবে এবং সবকিছু আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। তিনি সবকিছুর আসল মালিক। আমরা যা কিছু ভোগ করছি, তা কেবল কিছুদিনের জন্য। আল-ওয়ারিস আমাদের শিক্ষা দেয় সম্পদ নিয়ে দম্ভ না করতে।

- দুআ: ইয়া আল্লাহ, আপনি আল-ওয়ারিস; সবকিছুর শেষ মালিকানা আপনারই। ইয়া আল্লাহ! আমাদের যা দিয়েছেন তা আপনার সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করার তৌফিক দিন। আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের আমলনামায় যেন সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব জারি থাকে সেই ব্যবস্থা করে দিন। হে প্রকৃত মালিক! আমাদের জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন। আমীন।

৯৮. আর-রশীদ (اَلرَّشِيدُ - পরম পরিচালক/সৎপথ প্রদর্শক)
তিনি কোনো প্রকার ভুল ছাড়াই মহাবিশ্ব পরিচালনা করছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা দান করেন। আর-রশীদের ওপর ভরসা করলে কোনো সিদ্ধান্তই ভুল হয় না।

- দুআ: হে আল্লাহ, আপনার প্রতিটি ফয়সালা নির্ভুল। ইয়া আল্লাহ! আমাদের সঠিক চিন্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দান করুন। জীবনের প্রতিটি সংকটে আপনি আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে যান। আমাদের জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করুন যাতে আমরা সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পারি। আমীন।

৯৯. আস-সাবুর (اَلصَّبُورُ - মহাধৈর্যশীল)
এটি আল্লাহর ৯৯তম নাম। মানুষ তাঁর অবাধ নাফরমানি করে, তবুও তিনি সাথে সাথে শাস্তি দেন না। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বান্দার ফিরে আসার অপেক্ষা করেন। আস-সাবুর আমাদের ধৈর্যের মাহাত্ম্য এবং অন্যের প্রতি সহনশীল হওয়া শেখায়।

- দুআ: হে আমার রব, আমার আল্লাহ, আপনিতো আস-সাবুর; আপনার ধৈর্য ও সহনশীলতার কোনো শেষ নেই। ইয়া রব্বুল আলামিন! আমাদের জীবনে বিপদ ও পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দিন। আমাদের মেজাজকে শান্ত ও সহনশীল করুন। আমাদের বিগত জীবনের সব গোনাহ আপনার ধৈর্যের উসিলায় ক্ষমা করুন এবং আমাদের নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন। আমীন। আল্লাহুম্মা সল্লী ওয়া সাল্লিম 'আলা নাবিয়ীনা মুহাম্মাদ। আমিন।

বিশেষ আমল ও নিয়মাবলি

✦ ✦ ✦

আল্লাহর নাম উসিলা করে দুআ কবুলের শ্রেষ্ঠ সময় ও নিয়ম: আল্লাহর নামগুলো কেবল পড়ার জন্য নয়, এগুলো দিয়ে দুআ করার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও বরকতময় সময় রয়েছে:

- নির্দিষ্ট নামের উসিলা:

আপনার অভাবের সময় 'ইয়া রাজ্জাক', বিপদে 'ইয়া ওয়াকীল', অসুস্থতায় 'ইয়া শাফি' বা 'ইয়া সালাম' এবং গোনাহ মাফের জন্য 'ইয়া গাফফার' বা 'ইয়া আফুউ' বলে বারবার ডাকুন।

- সেজদায় দুআ:

রাসূল (সা.) বলেছেন, বান্দা সেজদাবনত অবস্থায় আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থাকে। তাই সেজদায় আল্লাহর নাম নিয়ে নিজের মনের আকুতি জানান।

- শেষ রাতের প্রার্থনা:

তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে আসেন। তখন তাঁর মহিমান্বিত নামগুলো ধরে ডাকার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।

- জিকিরের নিয়ম:

প্রতিটি নামের শেষে 'উ' যোগ করে (যেমন: ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীমু) জিকির করা যায়। একাকী বসে মনোযোগের সাথে আল্লাহর নামের অর্থ হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে জিকির করা বেশি ফলদায়ক।

শেষ কথা

✦ ✦ ✦

আল্লাহর ৯৯টি নামের এই আধ্যাত্মিক পরিক্রমা এখানেই শেষ নয়, বরং এটি আপনার নতুন এক জীবনের শুরু মাত্র। এই নামগুলো আপনার জীবনের পথপ্রদর্শক হোক। জীবনের প্রতিটি সুসময় ও দুঃসময়ে আপনি যেন আপনার রবকে তাঁর সঠিক নামের মাধ্যমে ডাকতে পারেন এই বুকলেটটি সেই উদ্দেশ্যেই তৈরি।

মানুষের তৈরি এই সংকলনে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আল্লাহর গুণাবলী অসীম ও ত্রুটিমুক্ত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই নামগুলোর মর্যাদা রক্ষা করার এবং সেই অনুযায়ী জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আমাদের শেষ নিঃশ্বাস যেন তাঁরই নামের জিকিরে বের হয়।

"হে আমাদের রব! আপনি আমাদের কাছ থেকে এটি কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা তুহু।

"আপনার হৃদয়ে যখনই শূন্যতা অনুভব করবেন,আল্লাহর যেকোনো একটি নাম নিয়ে তাঁকে ডাকুন;নিশ্চয়ই তিনি আপনার শাহরগ থেকেও বেশি কাছে অবস্থান করেন।"

"অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।" — (সূরা আল-বাক্বারা: ১৫২)

দৈনন্দিন জিকির টিপস:
প্রতিদিন অন্তত ৫টি নামের অর্থ নিয়ে চিন্তা করুন।
বিপদে পড়লে 'ইয়া ওয়াকীল' ১০০ বার পড়ুন।
রিযিকের জন্য 'ইয়া রাজ্জাক' নিয়মিত পড়ুন।
মনের প্রশান্তির জন্য 'ইয়া সালাম' জিকির করুন।

"এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। যদি এর মাধ্যমে একটি প্রাণও আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, তবেই এই শ্রম সার্থক।"